বিজ্ঞাপন।

আজও ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এদেশে অনেকটা নূতন। কিন্তু নূতন হইলেও ইহা নিজগুণে অতি অল্পকালের মধ্যে যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে সহজ উপায়ে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহা গার্হস্থ্য চিকিৎসার পক্ষে যেরূপ উপযোগী অন্য কোন চিকিৎসা সেরূপ নহে। যাহাতে সকল গৃহস্থই নিজে নিজে এই নূতন মতে চিকিৎসা করিয়া অতি সহজ উপায়ে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন এরূপ একখানি গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক লিখিবার জন্য আমাব কতিপয় রোগী ও বন্ধু আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি যে সকল রোগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ প্রপীড়িত এবং যাহা হইতে নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের সূচনা হয় সেই সকল রোগের চিকিৎসা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। চিকিৎসাপ্রকরণে এক প্রকার রোগে নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে চিকিৎসাকালে কিছু গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন কালে যদি রোগনির্ণয় অধ্যায় লিখিত বিষয়গুলি ভাল

করিয়া স্মরণ রাখা যায় তাহা হইলে এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় না। একবার রোগীর ধাতু ও ঔষধের গুণগ্রাম আয়ত্ত করিতে পারিলে এই চিকিৎসা অতিশয় সহজ বলিয়া বোধ হইবে। এই জন্য সকলকে বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন অগ্রে রোগীর ধাতু ও ঔষধের গুণগ্রাম আয়ত্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে চাহেন তাঁহারা প্রথমে এই পুস্তকখানি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া পরে মৎপ্রণীত বৃহৎ ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

অনেক চেষ্টা করিয়াও চিকিৎসাগ্রন্থে কতিপয় দুরূহ শব্দ পরিহার করা যায় না। এই জন্য এই গ্রন্থে যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের অর্থের তালিকা শেষভাগে প্রদত্ত হইল। চিকিৎসা করিবার পুর্ব্বে এই তালিকাটী অন্ততঃ দুইবার পাঠ করা উচিত। এক্ষণ পুস্তকখানি সাধারণের উপকারে আসিলে শ্রম সফল মনে করিব।

কলিকাতা
৩৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,
১লা বৈশাখ, ১৩০০। } শ্রীবিপিনবিহারী বটব্যাল।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসাকালে কেমন করিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন ও উহার উপযুক্ত মাত্রা অবধারণ করিতে হয় তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠা-আমরক্ত বা আমাশয় চিকিৎসা। "এ ও সি পর্য্যায়ক্রমে ; একটী করিয়া সি৫এর বটিকা। উপপর্শুকা প্রদেশে এফ২এর এবং উদরেয় সি৫এর মালিস। স্নৈহিকস্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদরগহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে"।

যে কয়েকটী ঔষধ সচরাচর আমরক্ত বা আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় তাহাই চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এই জন্য প্রথমে দেখিতে ইহবে কোন কোন ঔষধ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রথমে উপযোগী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া কি আকারে ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।

যদি রোগীর উদরে ক্রিমি থাকে তাহা হইলে প্রাতে ও রাত্রে রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া ৩ হইতে ১০টী বটিকা ভার্ বা ৩ হইতে ৫টী ফোটা ই অল্প জলে মিশ্রিত করিয়া অথবা উভয় ঔষধ একত্র জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করান উচিত। মধ্যে মধ্যে উদরে যন্ত্রণা বা আক্ষেপ উপস্থিত হইলে এককালে ৪ বা ৫টী বটিকা এস্, সি৫ বা এস্৫ সেবন করান উচিত। পীড়া অধিক দিনের হইলে ও সমস্ত মল ভাল করিয়া নির্গত না হইলে কয়েক ফোটা ব্লু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসের মধ্যে এক বা দুইবার দেওয়া যাইতে পারে।

পীড়া সামান্য হইলে প্রথমে এ ও সির পরিবর্ত্তে এ ও এস্ বা এস্‌জি ব্যবহার করিলেই চলে। রক্তদোষ না থাকিলে এ ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা নাই।

এখন দেখা যাউক কি জন্য চিকিৎসায় "এ ও সি পর্য্যায়-ক্রমে ইত্যাদি" লিখিত হইয়াছে।

রক্তদোষ খণ্ডন করিবার জন্য এ দেওয়া হইয়াছে। কখন কখন এ২ বা এ৩ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আম একটী অন্ত্র রোগ—এই জন্য সির ব্যবস্থা। যদি সামান্য আম থাকে তাহা হইলে এস বা এস্৫ বা এসজি দিলেই যথেষ্ট হয়। পুরাতন আম হইলে বা আম নিঃসরণ কষ্টকর হইলে সি৫ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কখন কখন এইরূপ স্থলে সি৬ ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্লীহা ও যকৃতের কার্য্য ভাল না হইলে অনেক উদর রোগ উপস্থিত হয় এই জন্য উপপর্শুকাদেশে এফ্২এর মালিসের ব্যবস্থা। অন্ত্রে আম সঞ্চিত হয় এই জন্য উদরের উপর সি৫এর মালিস দেওয়া হইয়াছে। মালিসের পরিবর্ত্তে উপপর্শুকাদেশে এফ্২এর এবং উদরে সি৫এর পটী দেওয়া যাইতে পারে। কখন কখন এইরূপ স্থলে সি বা এস্৫ এর পটী বা মালিস ব্যবহার করা যায়। রোগীর বিশেষ কষ্ট হইলে বা অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য থাকিলে স্নৈহিক স্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদর গহ্বরে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কখন কখন এইরূপ স্থলে হো বা ব্লু ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

উপরে কেবল মাত্র আমাশয় বা আমরক্ত রোগের কয়েকটী

অবস্থার কথা লিখিত হইল। সকল অবস্থার কথা লিখিত হইল না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে একটী রোগে অবস্থা বিশেষে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই জন্য চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে সমস্ত ঔষধের গুণ আয়ত্ত করা আবশ্যক।

ঔষধের গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন দেখা যাউক যে ঔষধ কি আকারে ব্যবহার করা উচিত।

"এ ও সি পর্য্যায়ক্রমে"—এই ঔষধ দুইটী ডাইলিউসনে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে অসমর্থ তাঁহারা এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর একটি করিয়া বটিকা বা দুই ঘণ্টা অন্তর দুইটী করিয়া বটিকা সেবন করিতে পারেন। কিন্তু সচরাচর ডাইলিউসন ঔষধে যেরূপ উপকার হয়, কেবল মাত্র শুষ্ক বটিকাতে সেরূপ উপকার হয় না। ডাইলিউসন ব্যবহার করিবার সময় যদি দেখা যায় যে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে প্রথমে তৃতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার করা উচিত। পরে কিছু উপকার বোধ হইলে উত্তরোত্তর দ্বিতীয় ডাইলিউসন, কোয়ার্ট ডাইলিউসন, পাইণ্ট ডাইলিউসন, প্রথম ডাইলিউসন ইত্যাদি ব্যবস্থা করা উচিত। (২৪ ও ১২ আউন্স জলে একটী বটিকা মিশ্রিত করিলে যথাক্রমে কোয়ার্ট বা পাইণ্ট ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়)। রোগ প্রবল না হইলে সচরাচর দ্বিতীয় বা কোয়ার্ট ডাইলিউসন ব্যবহার করিলেই চলে।

"একটী করিয়া সি৫এর বটিকা"—আবশ্যক বিবেচনায় একটী

বটিকা এক, দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর বা দিবসে ৩ বার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

"উপপশু কা প্রদেশে এক্ ২এর এবং উদরে সি৫এর মালিস" —মালিসের ঔষধের পরিমাণ রোগের অবস্থা দেখিয়া অবধারিত করা উচিত। প্রথমে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে এক আউন্স মালিস প্রস্তুত করিতে ১০টী বটিকা ব্যবহার করা উচিত। পরে রোগীর অবস্থা ভাল হইলে উত্তরোত্তর ১৫, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ বা ৬০টী বটিকা মিশ্রিত করিয়া মালিস প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

"শ্লৈষ্মিকস্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদরগহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে"—ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবস্থা করিবার সময় উহা কিরূপ মাত্রায় রোগী সহ্য করিতে পারে তাহা দেখিয়া অমিশ্র অবস্থায় কপিং বা তুলী দ্বারা অথবা ৩ আউন্স জলের সহিত ৫, ১০ ১৫, ২০, বা ৩০ ফোটা মিশ্রিত করিয়া পটী প্রস্তুত করিয়া লাগান যাইতে পারে।

উপরি উক্ত আমাশয় বা আমরক্ত রোগের বিস্তারিত চিকিৎসা দেখিয়া সহজে বুঝা যাইবে যে একই রোগ ধাতু ও অবস্থা ভেদে অশেষবিধ মূর্ত্তিধারণ করে বলিয়া প্রত্যেক অবস্থায় উপযোগী ঔষধ পৃথক পৃথক করিয়া লেখা অসম্ভব (৪৩ পৃষ্ঠা ৮—১০ পংক্তি)। এই জন্য সকলকেই অনুরোধ যেন তাঁহারা অগ্রে এই পুস্তকের প্রথম হইতে ৪৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিষয়-গুলি বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসা।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি কি?

প্রায় ৩০ বৎসর হইল ইটালী দেশের অন্তর্গত বলোনাস্থ কাউণ্ট সিজার ম্যাটি ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আবিষ্কার করেন। যাহাতে রোগ সমূলে আরাম হয় অর্থাৎ যাহাতে রোগ চাপা না থাকিয়া যায় এবং যে যে স্থলে পীড়া আরোগ্য করা এক প্রকার অসম্ভব সেই সেই স্থলে ঔষধ প্রয়োগে রোগীর কষ্ট নিবারণ করাই এই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। কথিত আছে একটী কুকুর হইতে ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়। বিধাতার বিচিত্র বিধানে জ্ঞানহীন পশুগণ কেমন করিয়া পীড়ার উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া লয় তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মানবদেহে এই কুকুর ব্যবহৃত ঔষধগুলির কার্য্য কিরূপ তাহা কাউণ্ট ম্যাটি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন। তিনি দেখিলেন যে একটী ঔষধ সর্ব্বপ্রকার রসদোষজ রোগে, অপর একটী সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষজ রোগে এবং অপর

একটী গাঢ়রসদোষজ রোগে ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, আমাদের যত পীড়া হয়, রসের ও রক্তের বিকৃতিই তাহাদের মূল কারণ। এই রস ও রক্তে সমস্ত মানব দেহ গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও গুণ সত্ত্বেও আমাদের দেহের প্রত্যেক অংশ নিয়ত রস ও রক্তে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত হয়। একটী রোগ যত কঠিনই হউক না কেন, উহার মূল কারণ-রস ও রক্ত-পরিশোধিত করিতে পারিলেই নিশ্চয় উহা আরাম করিতে পারা যায়। এই জন্য বহুমূত্র, কুষ্ঠ, হাঁফকাশ, কর্কট প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে যদি দেখা যায় যে রোগীর শরীরের অবস্থা এইরূপ, যে সে অবস্থায় চিকিৎসা হইলে রক্ত ও রসদোষ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন হইতে পারে তাহা হইলে আরোগ্য নিশ্চিত।

কাউণ্ট ম্যাট্টির ঔষধের ক্রিয়া বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত ও উহা সেবনে কখন কখন রোগীর শরীরে হঠাৎ আপাদমস্তক-ব্যাপি মৃদু কম্পন উপস্থিত হয়। ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রোগবিশেষের বৃদ্ধি হয় কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন হইলে উহার শান্তি হয়। এই সকল কারণে তাঁহার চিকিৎসার নাম ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি বা বৈদ্যুতিক সদৃশবিধান।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে।

১ম। এই চিকিৎসা অতি সহজ। বেশী বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা না হইলে যে চলে না এমত নহে। যাহাতে

সকলেই নিজ নিজ চিকিৎসা করিতে পারে এরূপ সুবন্দোবস্ত আছে। এই জন্য ইহা গার্হস্থ্য চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

২য়। এই চিকিৎসামতে রোগ নির্ণয় সহজ। রক্ত ও রস-দোষ লক্ষণ জানিতে পারিলেই এক প্রকার রোগ নির্ণয় করা হইল। শিরঃপীড়া, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, নাসিকা, মলদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত, অর্শ, হৃৎস্পন্দন, গাত্রদাহ, হস্তপদতলের শীতলতা, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি রক্তদোষের লক্ষণ। বাত, বেদনা, ফুলা, গাত্রে ও মস্তকে ভারবোধ, উদরের পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি রসদোষের লক্ষণ। পূয়সঞ্চার, গভীর ক্ষত, সন্ধিবাত, অস্থিশূল, কর্কটাদি রোগ সঞ্চার ইত্যাদি গাঢ় রসদোষের লক্ষণ। প্রধান ঔষধ তিনটী—এঞ্জায়টিকো, স্ক্রফলসো ও ক্যানসারসো। এঞ্জায়টিকো রক্তদোষ, স্ক্রফলসো রসদোষ ও ক্যানসারসো গাঢ় রসদোষ বিনষ্ট করে।

৩য়। সমস্ত ঔষধই স্বাস্থ্যকর ও বিষহীন সুতরাং ভ্রমবশতঃ অনুপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার হইলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। এইজন্য ঔষধ কি পীড়িত, কি সুস্থ, সকল অবস্থায় সেবন করিয়া ফল লাভ করা যাইতে পারে। পরীক্ষার জন্য এককালে এক শত বা এক সহস্র বটিকা সেবন করিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। কেবল যাহাকে এককালে অনেকগুলি বটিকা সেবন করান হইয়াছে

তাহার শরীরে উক্ত বটিকা সেবন করিয়া আরাম হয় এরূপ কোন রোগ থাকিলে তাহার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিরোহিত হয়।

৪র্থ। ঔষধ রক্ত ও রস দোষ বিনষ্ট করিয়া সমস্ত শরীরে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে। এইজন্য উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে পারিলে অনেক কঠিন রোগ আদৌ হইতে পায় না। রোগ যত কঠিন হউক না কেন, তাহার মূল কারণগুলি প্রথম হইতেই কখন কঠিন হইতে পারে না। সকল বিষয়েই প্রথমে সামান্য ব্যাপার হইতেই বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হয়। প্রথমাবস্থায় রোগ ধরিতে পারিলে অতি অল্প সময়েই আরোগ্য লাভ হয়।

৫ম। ঔষধের মূল্য অতি সুলভ। উৎকট উৎকট পীড়া আরাম করিতে অনেক স্থলে ⁄০ হইতে ৵০ দৈনিক খরচ।

৬ষ্ঠ। যে সমস্ত উপসর্গ অত্যন্ত প্রবল, কষ্টকর বা ভয়জনক তাহা অনেকস্থলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আরাম করিতে পারা যায় যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইবে।

৭ম। রীতিমত চিকিৎসা হইলে রোগ সমূলে আরাম হইয়া যায়। একটী প্রধান রোগ আরাম হইবার পর সচরাচর রোগীর শরীরে যেরূপ উন্নতি হয় তাহা দেখিলে রোগীর কখন যে উৎকট পীড়া হইয়াছিল ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

৮ম। কয়েকদিন ভাল করিয়া সুচিকিৎসকের নিকট ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দেখিলে এই ঔষধের ক্রিয়া যে অধিকাংশ স্থলে অন্যান্য ঔষধের অপেক্ষা দ্রুত ও গভীর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

৯ম। অন্যমতে চিকিৎসা করিয়া যে সকল রোগের কিছুই করিতে পারা যায় না, সেই সকল রোগে ইলেক্ট্রো-হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা হইলে রোগ সর্ব্বত্র সমূলে আরাম না হউক, রোগের প্রবলতা দমন ও রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতি নিশ্চিত।

১০ম। পক্ষাঘাত ও উদরাময় প্রভৃতি কতিপয় রোগে কখন কখন এত শীঘ্র উপকার হয় যে, তাহা দেখিলে ঘোর অবিশ্বাসী ব্যক্তিও অবাক্ হইয়া থাকিবে।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি ঔষধের নাম।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি ঔষধ ৩৭টী। ইহার মধ্যে ৩১টী বটিকা ঔষধ (Globules) ও অবশিষ্ট ৬টী অরিষ্ট বা তরল ঔষধ। ছয়টী তরল ঔষধের মধ্যে ৫টী ঔষধ তাড়িত (Electricity) নামে অভিহিত হয়।

বটিকা ঔষধের নাম ও সংক্ষিপ্ত চিহ্ন।

এস্ ১ (S^1) এণ্টিস্ক্রফলসো বা স্ক্রফলসো ওয়ান।

এস্ ২ (S^2) „ „ টু

এস্ ৩ (S^3) „ „ থ্রি

এস্ ৫ (S^5) „ „ ফাইভ্

এস্ ৬ (S^6) „ „ সিক্স

এস্ জি (S.G.) „ „ জায়াপনি

সি ১ (C^1) এণ্টিক্যান্সারসো বা ক্যান্সারসো ওয়ান্।

সি ২ (C^2) „ „ টু

সি ৩ (C^3) „ „ থ্রি

সি ৪ (C^4) „ „ ফোর্

সি ৫ (C^5) „ „ ফাইভ্

সি ৬ (C^6) „ „ সিক্স্

সি ১০ (C^{10}) „ „ টেন্

সি টি বি (C. T. B.) „ „ টিবি

এ ১ (A^1) এণ্টিএঞ্জায়টিকো বা এঞ্জায়টিকো ওয়ান্।

এ ২ (A^2) „ „ টু

এ ৩ (A^3) „ „ থ্রি

এল্ (L) লিন্ফ্যাটিকো বা এণ্টিলিন্ফ্যাটিকো।

ভেন্ (Ven) ভেনিরিও বা এণ্টিভেনিরিও।

পি ১ (P^1) পেটোরেল বা পেক্টোরাল ওয়ান্।

পি ২ (P^2) „ „

পি ৩ (P^3) পেটোরেল বা পেক্টোরাল থি

পি ৪ (P^4) ,, ,, ফোর্

এফ্ ১ (F^1) ফেব্রিফিউগো ওয়ান্।

এফ্ ২ (F^2) ,, টু

ভার্ ১ (Ver^1) ভার্মিফিউগো ওয়ান।

ভার্ ২ (Ver^2) ,, টু

লর্ড (Lord)

ডি এফ্ (D. F.) ডম্ফিন্

ম্যেরিনা (Marina)

এম্ এম্ (M. M.) এণ্টিমলডিয়ার

এস্, সি, এ; এফ্, পি, ও ভার্ লিখিলে যথাক্রমে এস্ এক, সি এক, এ এক, এফ্ এক, পি এক ও ভার্ এক বুঝায়।

তরল ঔষধের নাম ও সংক্ষিপ্ত চিহ্ন।

ইলেক্ট্রিসিটি।

রে (R. E.) রেড্ ইলেক্ট্রিসিটি—সংযোজক

ই (Y.E.) ইয়েলো —বিয়োজক

হো (W.E.) হোয়াইট্ ,, —নিরপেক্ষ

ব্লু (B.E.) ব্লু ,, —সংযোজক

গ্রি (G.E.) গ্রিন্ ,, —বিয়োজক

এ পি (A.P.) একোয়াপার্লা পিলি

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণ।

স্ক্রফলসো শ্রেণী।

(পুস্তকের শেষ ভাগে যে বর্ণানুক্রমিক দুরূহ শব্দের অর্থের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অগ্রে পাঠ করিয়া এই অধ্যায়টী পাঠ করিবেন। যে সকল রোগের নাম চলিত ভাষায় পাওয়া যায় না সেই সকল রোগ কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত সূচীপত্র লিখিত পৃষ্ঠায় রোগের বিবরণ দেখিয়া লইবেন। ঔষধের গুণগ্রাম পাঠ কালে স্মরণ রাখা উচিত যে সচরাচর এক প্রকার ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, অনেক সময় দুই বা ততোধিক ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগ চিকিৎসায় আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ঔষধ ব্যবস্থা করাই উচিত। অগ্রে ঔষধের শ্রেণীর প্রথম ঔষধ যথা এস্ এক, সি এক, এ এক, ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। তাহাতে উপকার না হইলে শ্রেণীর অপরাপর ঔষধ রোগের অবস্থা ও লক্ষণ বুঝিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।)

এস্১ ও এস্৫ প্রায় সকল প্রকার রসদোষজ পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। এস্ সেবনে বিবিধ রোগের আক্রমণ নিবারিত হয়। স্বভাবতঃ আমাদের দেহে যে রসদোষকণাগুলি সঞ্চিত হইতে থাকে এবং যাহা হইতে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয় তাহা কিছু দিন ধরিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কয়েকটী বটিকা এস্ এককালে জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে নানাপ্রকার উপসর্গ যথা মূর্চ্ছা, হঠাৎ উদরে বেদনা, আক্ষেপ, অনিদ্রা, অজীর্ণ, ইত্যাদি কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যায়।

এস্ ১—রক্তহীনতা, হাঁপানি, শূলবেদনা, পাত্‌রি, বহুমূত্র,

উদরাময়, শোথ, লালা, অশ্রু, পিত্ত, মূত্র, পূয় ও রসনিঃসরণ, পেট ফাঁপা, মূত্রাবরোধ বা মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা, অজীর্ণ, অরুচি, স্বাদ, ঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্বরের পীড়া, মেদ রোগ, বিষাক্ত জন্তুর দংশন, মক্ষিকাদংশন, মূত্রপিণ্ড, মূত্রাশয়, চক্ষু ও কর্ণের প্রদাহ; বিমর্ষভাব, চর্ম্মরোগ, কটিস্নায়ুশূল, ক্ষত ইত্যাদি।

এস্২—পাকস্থালী পীড়া ও পাকস্থালী বেদনাযুক্ত জ্বর (এফ্এর সহিত), কেশহীনতা, হিষ্টিরিয়া, শিরার্দ্ধশূল (আধকপালে), পুরাতন অজীর্ণ রোগ, গলগণ্ড, সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, পুরাতন উপদংশ-জনিত পীড়া (ভেন্ এর সহিত), হস্তে পক্ষাঘাত, কটিস্নায়ুশূল, সর্ব্বপ্রকার কঠিন চর্ম্ম রোগ, বাত, গোদ ইত্যাদি।

এস্৩—কোন স্থান আহত হইলে বা পুড়িয়া গেলে এই ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগে আশু প্রতীকার হয়।

এস্৫—সর্ব্বপ্রকার পাত্রি রোগে বিশেষ উপকারী। চর্ম্ম রোগ,উদরের বেদনা,বুকরোগ, আরক্ত ও স্ফীত অক্ষিপুট, গ্রন্থি-বিস্তৃতি, পুরাতন বেদনাবিশিষ্ট শ্বাসনলী প্রদাহ (সির সহিত) উদরাময়, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, উদরের ক্ষয়রোগ, পুরাতন বাত, কটিস্নায়ুশূল, বমন, শূল বেদনা, হিমোপঘাত, মূত্রাশয় পাত্রি, মূত্রাবরোধ ইত্যাদি।

এস্৬—বহুমূত্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মূত্ররোগ, হস্তে ও পদে বাত ইত্যাদি।

এস্জি-এই ঔষধ এস্ ও এফ্এর সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এইজন্য

ইহার কার্য্য অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত। যে যে স্থলে এফ্১ ও এস্১ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করা আবশ্যক, সেই স্থলে কেবল মাত্র এস্ জি ব্যবহার করিয়া সচরাচর বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও সর্ব্বপ্রকার উদর রোগে যথা বমন, ওলাউঠা, উদরাময় ইত্যাদি ইহার কার্য্য অতি চমৎকার। এই ঔষধের ৪টী বটিকা প্রত্যহ আহারান্তে সেবন করিলে শীঘ্র শরীরে বলাধান হয়, এবং শরীরের দুর্ব্বলতাজনিত যাবতীয় রোগ নির্দ্দোষে আরোগ্য হইয়া যায়।

প্রবল জ্বরে, এস্ জি সেবনে আশু প্রীতকার হয়।

এঞ্জায়টিকো শ্রেণী।

এই শ্রেণীর ঔষধ সেবনে রক্ত পরিশোধিত হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার, বিশেষতঃ হৃদয় ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার উপর ইহাদের কার্য্য বিস্তৃত। অনেক স্থলে রক্তদোষের সঙ্গে রসদোষ এবং রসদোষের সঙ্গে রক্তদোষ আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া এঞ্জায়টিকো শ্রেণীর ঔষধের সহিত স্ক্রফলসো শ্রেণীর বা ক্যান্সারসো শ্রেণীর ঔষধ বা অন্য কোন বিশেষ ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে সেবন করা আবশ্যক হয়। পীড়িত স্থানে কেবল মাত্র ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করিয়া রক্তদোষ নিবন্ধন আশাস্বরূপ ফল না পাইলে এ ২ বা এ ৩ এর মালিস লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়।

এঞ্জায়টিকো শ্রেণীভুক্ত ঔষধ—এ১, এ২, ও এ৩।

এ১—রক্তদোষের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ প্রদাহ, মস্তকে

রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী। পক্ষাঘাত রোগে ইহার ফল অতি সুন্দর।

এ২—সর্ব্বপ্রকার অর্শ, রক্তস্রাব ও হৃদয়ের রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

এ৩—রক্তদোষের পুরাতনাবস্থায় যথা পুরাতন চর্ম্মরোগ, পাকস্থলী প্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধ, কর্কট ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। এঞ্জায়টিকো শ্রেণীর অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের কার্য্য-কারিতা অধিক। এইজন্য সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষজ পীড়ায় অনেকে প্রথমে এই ঔষধটী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এ১ ও এ৩ সচরাচর বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

এঞ্জায়টিকো ঔষধের প্রথম ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে উহা নিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ক্যান্সারসো শ্রেণী।

যে রোগে গাঢ় রসদোষ লক্ষিত হয় এবং যাহাতে স্ক্রফলসো ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন ফল হয় না যথা, কর্কট, আব ইত্যাদি, তাহাতে ক্যান্সারসো শ্রেণীর ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। এই শ্রেণীর ঔষধ সেবন করিলে অনেক স্থলে প্রথমে রোগের উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। ঔষধ রোগের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিলোড়িত করিয়া যাবতীয় গাঢ় রসদোষ দুষ্টকণাগুলি একত্রিত ও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায় বলিয়া এইরূপ ঘটনা হয়। কখন কখন এই ঔষধ সেবনে প্রথম কয়েক দিন কোনরূপ উপকার

হয় না। উপকার বিলম্বে হয়। ঔষধ শীঘ্র ও সহজে রোগের তলদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া এইরূপ ঘটনা হয়। কিন্তু রোগের মূলদেশ স্পৃষ্ট হইবার পরক্ষণ হইতেই আরোগ্য আরম্ভ হয়।

সি১—সর্ব্বপ্রকার গাঢ় রসদোষ লক্ষণবিশিষ্ট রোগে বিশেষতঃ জরায়ু, অন্ত্র ও মেরুদণ্ডের রোগে বিশেষ উপকারী। এই ঔষধের প্রথম ডাইলিউসন কয়েকবার সেবন করিলেই সুপ্রসব হয়।

সি২এর কার্য্য মৃদু ও গভীর। ইহা উদরী রোগের মহৌষধ। যে সকল জরায়ুরোগে সি ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না তাহাতে সি২ ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার হয়।

সি৩—জরায়ুতে কোনরূপ ক্ষত থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে ব্যবহৃত হয়।

সি৪—নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী ঃ—

ক্যান্‌সার ও সর্ব্বপ্রকার অস্থিরোগ যথা ; নূতন ও পুরাতন অস্থি-প্রদাহ, অস্থিমজ্জা-প্রদাহ, সন্ধি-প্রদাহ, বঙ্ক্ষসন্ধি-প্রদাহ, বঙ্ক্ষ, জানু, গুল্‌ফসন্ধি ও মেরুদণ্ডের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ, অস্থিক্ষয়, অস্থিশূল (উপদংশজনিত নহে,) অস্থিবেষ্টন-প্রদাহ, আঙ্গুল হাড়া ইত্যাদি।

সি৫—এই ঔষধের শক্তি চমৎকার ও অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিক। ইহা সচরাচর বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ফুস্‌ফুস্ ক্ষত, (পি১এর

সহিত) কর্কটিকা, সর্ব্ব প্রকার ক্ষত, পুরাতন রজঃকৃচ্ছ্র (বাধক বেদনা,) প্রদর, বধিরতা, অশ্রুগ্রন্থি ক্ষত, চক্ষুতে ছানিপড়া, পুরাতন চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, অজীর্ণরোগ, অন্ন ও সর্ব্ব প্রকার উদরের রোগ ইত্যাদি।

সি৬—উদরের পীড়া, পিত্তজপীড়া, ওলাউঠা, দুর্ব্বল ও অসুস্থ স্ত্রীর জরায়ু রক্তস্রাব, মূত্ররোগ, জরায়ুস্ফীতি, কর্ণ হইতে পূয়-নিঃসরণ ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

সি১০—এই ঔষধ অন্যান্য যাবতীয় ক্যান্সারসো ঔষধের মিশ্রণে প্রস্তুত। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে সচরাচর অতি চমৎকার ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গাঢ় রসদোষজ রোগে ক্যান্সারসো শ্রেণীস্থ অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, সেই সকল রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র উপকার হয়।

সি, টি, বি, মূত্রাবরোধ রোগের ঔষধ।

ফেব্রিফিউগো।

এফ১—সবিরাম ও সাময়িক পীড়া, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক ও চাতুর্থক কম্পজ্বর, সরল ও নানাবিধ উপসর্গ বিশিষ্ট সাময়িক জ্বর, দোষাশ্রিত জ্বর, সাময়িক স্নায়ুশূল, সাময়িক শিরোবেদনা, হৃদয়স্থ স্নায়ুশূল, শ্বাসরোধ, স্নায়বীয় শ্বাসকৃচ্ছ্র, বুকাস্থির নিম্ন-দেশস্থ স্নায়ুবর্ত্তুলের পীড়া নিবন্ধন স্বপ্ন সঞ্চরণ, হিষ্টিরিয়া বা অণ্ডাধারস্থিত স্নায়ুরোগ, সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, চিত্তোন্মত্ততা ইত্যাদি।

কয়েকটী এফ্ এর বটিকা এককালে জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত হয়। ৪ বা ৬টী বটিকা এফ্ প্রবল জ্বরাবস্থায় এককালে সেবন করাইলে সচরাচর অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টার মধ্যে গাত্রোত্তাপ প্রায় দুই ডিগ্রী পর্য্যন্ত কমিয়া যায়।

এফ২—সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে ও যে সকল রোগে এফ্এর আভ্যন্তরিক সেবন ব্যবস্থা করা যায় সেই সকল রোগে প্লীহা ও যকৃতের উপর এই ঔষধের মালিস লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। সর্ব্বপ্রকার প্রবল জ্বরে এই ঔষধের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

কখন কখন এফ্২ এর পরিবর্ত্তে এফ্ এর মালিস যকৃৎ ও প্লীহার উপর লাগাইলে আশু প্রতীকার হয়।

ভার্মিফিউগো।

ভার্মিফিউগো সর্ব্বপ্রকার কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ৪০ বা ৫০টী বটিকা ভার্ ৬ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১০।১২ মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারে কোনরূপ উপকার না হইলে অগ্রে ভার্মিফিউগো সেবন করাইয়া পরে অথবা উহার সহিত অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। কৃমি উদরে থাকিলে ভার্মিফিউগো ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় ঔষধের গুণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভার্২—২০টী বটিকা ১ ড্রাম ইয়োলো ইলেক্ট্রিসিটির সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করিলে ও ভার্ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উৎকট ক্রিমিরোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

স্নায়বীয় আক্ষেপ বিশিষ্ট রোগে ভার্ সেবন করিলে স্নায়ুর আক্ষেপের উপশম হয়। ১০টী বটিকা ভার্ এক বা আধ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করিলে অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইয়া যায়।

পেক্টোরাল।

পি১—শ্বাসনালী ও শাখা বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, নূতন ও পুরাতন শাখা বায়ুনলীর প্রদাহ, শাখা বায়ুনলী হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শ্বাসনালী ও শাখা বায়ুনলী রোগে বিশেষ উপকারী।

পি২—ফুস্‌ফুসের প্রদাহ, রক্তোৎকাশ, গুটিকা জন্মাইবার পূর্ব্বে কোমলতাজনিত ফুস্‌ফুস্ হইতে স্রাব, গুটিকাবিশিষ্ট ক্ষয়কাশ, মন্দ বা দ্রুতগতি ক্ষয়কাশ, ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষের বিস্তার ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

পি৩ ও পি৪—শাখা বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে স্রাব পুরাতন সর্দ্দি, বৃদ্ধাবস্থার শ্বাসাবরোধক সর্দ্দি, সর্ব্বপ্রকার কাশি ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী। পি৩ শিশু, স্ত্রী ও মৃদু প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পুরাতন সর্দ্দি রোগে অন্য পেক্টোরাল ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন উপকার না হইলে পি৪ ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার পেক্টোরাল ঔষধ সচরাচর দ্বিতীয় ডাইলিউসনে ব্যবহৃত হয়।

লিম্‌ফ্যাটিকো।

এল্—এই ঔষধ সমস্ত রস ও রক্তের উপর ক্রিয়া বিস্তার করে এবং বিবিধ রোগে বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ইহা সচরাচর নিম্নলিখিত রোগে সুফল দেয়ঃ—মস্তকঘূর্ণন, বিবমিষা, পরিপাক দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, দন্তশূল, অর্শ, মুত্ররোগ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি। প্রত্যহ ৫ হইতে ১০টী বটিকা এল্ সেবন করিলে শীঘ্র মিশ্র ও স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর বলাধান হয়। মানসিক দৌর্ব্বল্য, চিন্তাবসাদ ইত্যাদি রোগে জীবনীশক্তির হীনভাব দৃষ্ট হয়। এই সকল রোগে প্রাতে ১ বা ২টী বটিকা এল্ সেবন করা উচিত। অনেকে প্রত্যহ ইহার ১টী বটিকার অধিক সহ্য করিতে পারে না।

লর্ড।

ইহা সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবৃদ্ধি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধের সহিত কর্কট রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

ডম্-ফিন্।

ইহা ডিপ্‌থিরিয়ার মহৌষধ। যে সকল রোগে কণ্ঠে বেদনা, শুষ্কভাব, গিলিতে কষ্ট বোধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় সেই সকল রোগে এই ঔষধ সেবন ও কুলি করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

মেরিনা।

ইহা সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ২ বা ৩টী বটিকা কজ্জল গ্লাসে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর উপর লাগাইতে হয়।

ভেনিরিও।

সর্ব্বপ্রকার উপদংশ (গরমি) ও উপদংশজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়।

উপদংশ রোগের সূচনা হইবার পূর্ব্বে এককালে ৩০ বা তাহার অধিক ভেন্ এর বটিকা সেবন করিলে রোগ আদৌ প্রকাশ হইতে পায় না ও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

উপদংশ বা উপদংশজ রোগ চিকিৎসায় রোগীর অবস্থা ও উপসর্গ বুঝিয়া ভেন্ এর সহিত এ১, সি১, এস্১, বা অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

এণ্টি-মল্-ডি-মার।

জাহাজে ভ্রমণ করিয়া যে বমন রোগ উপস্থিত হয় সেই রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বমনের উপক্রম হইলে প্রতিবার এই ঔষধের ৮ বা ১০টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া অথবা ৬ আউন্স জলে ৮ বা ১০টী বটিকা মিশ্রিত করিয়া প্রতিবার ২ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে রোগ নিবারিত হয়। অন্যবিধ বমন রোগেও এই ঔষধের কার্য্য অতি সুন্দর।

একোয়া-পার লা-পিলি।

এই ঔষধের ১০ ফোটা লইয়া ৩ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত জল পীড়িত স্থানে লাগাইলে ক্ষত, ব্রণ, বিসর্প ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ দূরীভূত হইয়া যায় এবং মাংসলোলতা অন্তর্হিত হয়। ঔষধ দিবসের মধ্যে ৩, ৪ বা ৫ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৪ ড্রাম ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবগাহনার্থ ব্যবহার করা যায়।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি মলম।

এস্৫ মলম—কেশ পতন বা চুল উঠিয়া যাওয়া ও টাক পড়া, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ যথা চুলকণা, পাচড়া, দাদ, গরল, ব্রণ, মুখে মেচেতা পড়া, বাত, প্রদাহ, সামান্য ক্ষত ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপযোগী।

সি৫ মলম—ফোড়া (সপূয়), গভীর ক্ষত, গেঁটে বাত, অস্থি-শূল প্রভৃতি রোগে উপকারী।

এফ্২ মলম—সর্ব্বপ্রকার যকৃৎ ও প্লীহার পীড়া, মাথা ব্যথা, উদরে বেদনা, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ইত্যাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

এ৩ মলম—অর্শ, হৃৎস্পন্দন বা বুক ধড়ফড় করা, শিরা-বিস্তৃতি, অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

লিন্ মলম—শিরঃপীড়া, গ্রন্থিস্ফীতি, বেদনা, অর্শ ইত্যাদি রোগে প্রয়োজনীয়।

এস্৫, সি৫, এফ্২, এ৩, ও লিন্ এর মালিস অপেক্ষা উপরি উক্ত মলম গুলি অধিকতর উপকারী।

ইলেক্ট্রিসিটি।

রেড্ ইলেক্ট্রিসিটি বা রক্তবর্ণ তড়িৎ—এই তড়িৎ ব্যবহার করিলে দেহের ও দেহস্থ যন্ত্রের কার্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহা রস-প্রধান ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সচরাচর পাকযন্ত্রের পীড়া ও স্নায়ুশূল রোগে ব্যবহৃত হয়। এই তড়িৎ অক্ষি কোটরের উর্দ্ধে ও অধোদেশে লাগাইলে দৃষ্টিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

ইয়েলো ইলেক্ট্রিসিটি বা পীতবর্ণ তড়িৎ—এই তড়িৎ ব্যবহার করিলে দেহের ও দেহস্থ যন্ত্রের কার্য্য হ্রাস হইয়া আইসে। ইহার কার্য্য রের ঠিক বিপরীত। সুতরাং কোন স্থলে রে ব্যবহার করিয়া রোগ আরাম করিতে হইলে যে টুকু ঔষধের ক্রিয়ার আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক ক্রিয়ার সঞ্চার হইলে ই ব্যবহার করিয়া উক্ত অতিরিক্ত ক্রিয়া নিরস্ত করিতে পারা যায়। হিষ্টিরিয়া, মৃগী (apoplexy) প্রভৃতি জীবনীশক্তি বৃদ্ধিজনিত রোগে এই ইলেক্ট্রিসিটি বিশেষ উপযোগী। ইহার ৫ ফোঁটা অল্প জল বা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে এককালে সেবন করিলে কৃমি মরিয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে রে ও ই, ব্যবহার করিলে অনেক রোগে আশু প্রতীকার হয়।

হোয়াইট্ ইলেক্ট্রিসিটি বা শ্বেতবর্ণ তড়িৎ—এই ঔষধের

কার্য্য অতি সুন্দর। ইহা সচরাচর মস্তক ও উদরের রোগে ব্যবহৃত হয়। যে সকল রোগে সমস্ত দেহযন্ত্রের বিকৃতি ঘটে সেই সকল রোগে এই ইলেক্ট্রিসিটি বিশেষ উপকারী। সর্ব্বপ্রকার তীব্র জ্বালাযুক্ত বেদনায় এই ইলেকৃট্রিসিটি প্রয়োগ করিলে আশু প্রতীকার হয়।

ব্লু ইলেকৃট্রিসিটি বা নীলবর্ণ তড়িৎ—যেরূপ রক্তস্রাব হউক না কেন, এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতেই উহা নিরস্ত হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার রক্ত ও রক্তাশয়ের রোগে ইহার ফল অতি সুন্দর। এই ঔষধের ৫০ বা ৬০ ফোটা এককালে সেবন করিলে সন্ন্যাস (মৃগী) রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গ্রিন ইলেকৃট্রিসিটি বা হরিদ্বর্ণ তড়িৎ—এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্ষত শীঘ্র পূর্ণ হইয়া আইসে। কর্কট রোগে (cancer) ও সন্ধি বেদনায় (গাঁইটে ব্যথা) ইহা বিশেষ উপযোগী।

ইলেকৃট্রিসিটি সচরাচর বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয় ও আভ্যন্তরিক ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা, বেদনা ইত্যাদি রোগে ইহাদের কার্য্যকারিতা অদ্ভুত। ব্যাটারি লাগাইলে শরীরে যেরূপ কম্পন উপস্থিত হয়, ইলেক্ট্রিসিটি লাগাইলে কখন কখন সেইরূপ কম্পন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

কোন স্থানে বেদনা, যন্ত্রণা, জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত

হইলে প্রথমে রে প্রয়োগ করা উচিত। কেবল রেতে উপকার না হইলে রে ও ই ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করা উচিত। তাহাতেও উপকার না হইলে হো ব্যবহার করিতে হয়। রক্তপ্রধান ধাতুর রোগীর পক্ষে কেবল ব্লু অথবা হো ব্যবস্থা করা উচিত।

রে, ই, ব্লু ও হো আভ্যন্তরিক সেবনে ব্যবহৃত হয়। ৫, ১০ বা তাহার অধিক ফোটা অল্প জল বা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা বিধি। এককালে ৫ ফোটার অধিক ব্যবহার করা অনুচিত।

রে—পুরাতন ও প্রবল রসদোষজ পীড়ায় প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে কয়েক ফোটা চিনি বা অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র উপকার হয়।

ই—হিষ্টিরিয়া, নূতন মেহ ইত্যাদি যে সকল রোগে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয় সেই সকল রোগে প্রাতে জল বা চিনির সহিত ৩ হইতে ৫ ফোটা ই সেবনীয়। কৃমি থাকিলে উক্তপ্রকারে এই ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করিলে আশু প্রতী-কার হয়।

হো—যকৃতের পীড়া, প্রবলজ্বর, প্রবল যন্ত্রণা ইত্যাদি স্থলে সেবনীয়।

ব্লু—সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ও প্রবল রক্তদোষজ পীড়ায় প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ৩ হইতে ৫ ফোটা ব্লু সেবন করিলে উপকার হয়। ইহা পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধের সুন্দর ঔষধ।

গ্রি—আভ্যন্তরিক ব্যবহার নিষেধ। কিন্তু কর্কট রোগে দারুণ

যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে কখন কখন এক ফোঁটা ৩ পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ কাচ্চা মাত্রায় সেবন করা যাইতে পারে।

ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।

(১) সেবন।

সচরাচর ঔষধ প্রথম ডাইলিউসনে ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থলে বিশেষতঃ শিশু, স্ত্রী ও স্নায়ু-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে দ্বিতীয় ডাইলিউসন ভাল। যে ঔষধের ডাইলিউসন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কখন কখন সেই ঔষধের বা অন্য কোন প্রকার ঔষধের ১০ বা ২০টী বটিকা এককালে সেবন করা প্রয়োজন হয়। মৃগী, জ্বর-বিকার ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগে তৃতীয় ডাইলিউসন ব্যবস্থা করিতে হয়।

ডাইলিউসন বা ক্রম।—এক গ্লাস বা শিশি (৬ আউন্স পরিমিত) সিদ্ধ বা পরিস্রুত জলে একটী বটিকা মিশ্রিত করিলে প্রথম ডাইলিউসন বা ক্রম প্রস্তুত হয়। প্রথম ডাইলিউসন ঔষধের এক ড্রাম (প্রায় সিকি কাঁচ্চা) লইয়া অপর এক গ্লাস (৬ আউন্স বা ৩ ছটাক পরিমিত) সিদ্ধ বা পরিস্রুত জলে মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় ডাইলিউসন হয়।* উক্ত প্রকারে দ্বিতীয়

* ২৪ আউন্স বা ৩ পোয়া জল ধরে এইরূপ একটী বোতলে একটী বটিকা মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়। এই প্রকারে

ডাইলিউসন ঔষধের এক ড্রাম লইয়া অপর এক গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া তৃতীয় ডাইলিউসন প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ডাইলিসন ঔষধ সেবনের মাত্রা ২ ড্রাম, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। শিশু ও মৃদুপ্রকৃতি ব্যক্তিকে এক ড্রাম মাত্রা ঔষধ সেবন করাইলেই যথেষ্ট। অনেক সময় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন না করাইয়া ৪ ড্রাম বা অর্দ্ধ আউন্স মাত্রা ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। প্রবল বা কঠিন রোগে সচরাচর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করা বিধি। জর-বিকার, ওলাউঠা প্রভৃতি প্রবল রোগে ৫, ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ সেবন করান উচিত। এইরূপ স্থলে ঔষধের মাত্রা এক ড্রাম হইলেই যথেষ্ট। ঔষধ সচরাচর প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সেবন করিলেই চলে। নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ঔষধ

প্রস্তুত ডাইলিউসন সচরাচর ব্যবহার হয়। অনেক সময় ১৷৷০ দেড় পোয়া জল ধরে, এইরূপ একটী বোতলে একটী বটিকা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ডাইলিউসন নির্ণয় কালে রোগীর অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যদি রোগ প্রবল বা অধিক পুরাতন না হয়, তাহা হইলে প্রথম ডাইলিউসন ব্যবস্থা করিলেই চলে। কিন্তু দুর্ব্বলতা থাকিলে সচরাচর দ্বিতীয় ডাইলিউসন সেবন করা ভাল। রোগ যত প্রবল হইবে তত উচ্চ ডাইলিউসন ও যত নিস্তেজ হইবে তত নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবস্থা করা উচিত।

সামান্য পীড়া হইলে ছোট ছোট শিশুদিগকে ৪ ড্রাম পরিষ্কার মধুর সহিত একটী বটিকা মিশ্রিত করিয়া প্রতিবার উক্ত মধুর পাঁচ ফোঁটা লইয়া দিবসের মধ্যে ১০।১২ বার সেবন করাইলে উপকার হয়।

সেবন নিষেধ। ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে যে শিশি বা বোতলে ঔষধ থাকে, তাহা বেশ করিয়া নাড়িয়া লওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ জলে ঔষধের ডাইলিউসন প্রস্তুত হইলে উহা দুই বা তিন দিনের অধিক রাখা অনুচিত। রোগ যতই প্রবল হইবে, ঔষধের ডাইলিউসনও তত উচ্চ হওয়া উচিত এবং ঔষধও অপেক্ষাকৃত অধিকবার সেবন করা আবশ্যক। প্রবল হৃৎস্পন্দন, মূর্চ্ছা ইত্যাদি রোগে উচ্চ ডাইলিউসন ঔষধ দিবসের মধ্যে ৮ বা ১০ বার খাওয়াইলেই যথেষ্ট হয়। হঠাৎ কোন কষ্টকর উপসর্গ যথা,—পেটে বেদনা, মূর্চ্ছা, যন্ত্রণা, আক্ষেপ ইত্যাদি আবির্ভূত হইলে তাহা শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত করিবার জন্য এককালে ৪, ৫, ১০ বা ২০টী বটিকা সেবন করা আবশ্যক। যেমন একটী রোগের প্রবলতা কমিয়া আইসে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ডাইলিউসনও ক্রমে ক্রমে নিম্ন করা উচিত।

ঔষধের ডাইলিউসন সেবন কালে নিম্নলিখিত বিষয়টীর উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যদি ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার ডাইলিউসন সেবনে রোগের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, একটী ঔষধের ডাইলিউসন সেবন করিয়া রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এইরূপ স্থলে ডাইলিউসন এক ক্রম উচ্চ করিয়া অর্থাৎ প্রথমে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় ডাইলিউসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা

হইলে যথাক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউশন সেবন করাইলে শীঘ্র উপকার হয়।

যে রোগের পক্ষে যে ঔষধ উপযোগী, সেই রোগে সেই ঔষধ সেবন করিলে শীঘ্র উপকার দেখা যায়। যদি দেখা যায় যে একটী ঔষধ কিছুক্ষণ সেবন করিয়া কোন ফল হইতেছে না, কিম্বা রোগের বৃদ্ধিভাব সমানই রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে নির্ব্বাচিত ঔষধটি রোগের উপযোগী নহে। ঔষধ সেবনে যে রোগবৃদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও তাহাতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর পীড়া হইলে তাহার প্রসূতি বা ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইলেই চলে। যে শিশু স্তন পান করে না তাহার পক্ষে দ্বিতীয় ডাইলিউশন বিশেষ উপযোগী।

ঔষধ সেবন করিবার জন্য যেরূপ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে অধিক ফল হয় না।

আহারের সময়, পূর্ব্বে ও পরে সকল সময়েই ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের ঋতুকালে ঔষধ সেবন করিলে অধিকতর ফল লাভ হয়। চিকিৎসাকালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এক্টায়টিকো ঔষধের প্রথম ডাইলিউসন সেবনে রক্তস্রাব প্রবর্ত্তিত ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন সেবনে নিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

কোন রোগে তিনটী ঔষধের ডাইলিউসন ব্যবহার করা

আবশ্যক হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ সেবন ব্যবস্থা করা উচিত। পুরাতন রোগে প্রথম দিন প্রথম বা সর্ব্বপ্রধান ঔষধের ডাইলিউসন, দ্বিতীয় দিবস অপর একটী ঔষধের ডাইলিউসন, তৃতীয় দিবস তৃতীয় ঔষধের ডাইলিউসন, চতুর্থ দিবস প্রথম ঔষধের ডাইলিউসন ইত্যাদি ক্রমে অথবা প্রাতে ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত প্রথম ঔষধের ডাইলিউসন, ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ঔষধের ডাইলিউসন এবং ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তৃতীয় ঔষধের ডাইলিউসন সেবন করিলে চলে। কিন্তু সচরাচর এইরূপ না করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে প্রথম ঔষধের এক মাত্রা, তাহার অর্দ্ধ ঘন্টা বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পরে দ্বিতীয় ঔষধের এক মাত্রা, তাহার পরে তৃতীয় ঔষধের একমাত্রা তাহার পরে প্রথম ঔষধের একমাত্রা ইত্যাদি পর্য্যায়-ক্রমে সেবন করিলে কি নূতন, কি পুরাতন, সকল প্রকার রোগে আশু উপকার হয়। অধিকাংশ রোগে দুইটী ঔষধের ডাইলিউসন ব্যবহার করা আবশ্যক ; এইরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঔষধ সেবন করিলেই চলে।

রোগী ডাইলিউসন ঔষধ সেবন করিতে অক্ষম হইলে এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া বটিকা সেবন ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ডাইলিউসন ঔষধ সেবনে যত উপকার হয়, শুষ্ক বটিকা সেবনে তত উপকার হয় না।

এককালে কয়েকটি শুষ্ক বটিকা সেবন করিবার আবশ্যকতা

হইলে বটিকাগুলি যে পর্য্যন্ত না গলিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত জিহ্বার উপর রাখা উচিত।

ওলাউঠা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী ইত্যাদি প্রবল রোগে প্রথমে এককালে ১০ বা ২০টী বটিকা সেবন করাইয়া পরে ঔষধের ডাইলিউসন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটী প্রধান সুবিধা এই যে, ঔষধ সেবন করিবার কিছুক্ষণ পরেই উপযুক্ত রোগ নির্ণয় করা হইয়াছে কি না সহজেই স্থির করিতে পারা যায়। রোগ-নির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমে এস্১ বা এস্৫এর প্রথম ডাইলিউসন ব্যবহার করা উচিত। যদি উক্ত রোগে এস্১ বা এস্৫ উপযোগী হয়, তাহা হইলে শীঘ্র উপকার হইবে। কিন্তু উপযোগী না হইলে রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইবে।

অনেক স্থলে প্লীহা, যকৃৎ ও কৃমিরোগ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে ভার্১ সেবন ও এফ্২এর মালিস যকৃৎ ও প্লীহার উপর লাগাইলে শীঘ্র প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া লওয়া যায়।

কখন কখন অন্তরস্থ উপদংশ বিষ নিবন্ধন রোগ সহজে আরাম হইতে চায় না। এইরূপ অবস্থায় বিশেষতঃ কর্কট (cancer), ক্ষত ইত্যাদি রোগে ভেন্ কিম্বা সি১ অন্যান উপযুক্ত ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেবন করা আবশ্যক।

প্রবল রোগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন ঔষধ সেবন

করিয়া কোনরূপ বিশেষ উপকার না হইলে অথবা কয়েক দিন উপকার হইয়া পরে রোগের অবস্থা সমভাব থাকিলে এক কালে ২০ হইতে ১০০টী বটিকা পর্য্যন্ত ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া অথবা এককালে জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে সুফল হয়।

ইলেকট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইবার সময় কখন ঘর্ম্ম, কখন সর্দ্দি, কখন ঘনীভূত মূত্র, কখন ফোড়া এবং কখন বা অকষ্টকর উদরাময়ের সঞ্চার হইয়া শরীরস্থ দূষিত পদার্থ বিনির্গত হইয়া যায়।

অধিক বৃষ্টি বা হিমপাত হইলে ঔষধের ক্রিয়ার সঞ্চার হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু আকাশের এইরূপ অবস্থা কাটিয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র উপকার আরম্ভ হয়।

(২) বাহ্য প্রয়োগ।

বটিকা ও ইলেকট্রিসিটি বাহ্যপ্রয়োগে আবশ্যক হয়। রোগের অবস্থানুসারে কখন ইলেকট্রিসিটি অল্প বা অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং কখন বা জলের সহিত আদৌ মিশ্রিত না করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পীড়ার অবস্থানুসারে বটিকা ঔষধের পরিমাণও কম বা বেশী করা প্রয়োজন হয়।

সচরাচর নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঔষধ বাহ্যপ্রয়োগ করিতে হয়।

১ম। মালিস।—৫টী বটিকা একটী কাচপাত্রে রাখিয়া উহাতে এক বা দুই ফোটা জল দিয়া বটিকাগুলি নরম হইয়া

আসিলে উহার সহিত সিকি বা অৰ্দ্ধ কাঁচ্চা সুইট অয়েল, ভ্যাসে-লিন বা সর্ষপ তৈল মিশাইলে মালিস প্রস্তুত হয়। এই মালিস আবশ্যকীয় স্থানে ধীরে ধীরে লাগাইতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত তৈল শুষ্ক না হইয়া আইসে সে পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৫ মিনিট কাল মালিস করা আবশ্যক। মালিস দিনের মধ্যে ৩, ৪ বা ৫ বার পর্য্যন্ত করা প্রয়োজন। মালিস প্রস্তুত করিবার সময় স্ক্রুফলসো শ্রেণীস্থ ঔষধের সহিত রে, ক্যান্সারসো শ্রেণীর ঔষধের সহিত গ্রি, এঞ্জায়টিকো শ্রেণীর ঔষধের সহিত ব্লু এবং এফ২ ও লিন্এর সহিত হো, মিশ্রিত করিয়া লইয়া উহা প্রয়োগ করিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র শুভ ফল পাওয়া যায়।

২য়। পটী।—১০টী বটিকা বা ১০ ফোটা ইলেক্ট্রি-সিটি ৩ আউন্স বা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে লিণ্ট বা পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া প্রয়োজনীয় স্থানে লাগা-ইতে হয়। যে পর্য্যন্ত পটী শুষ্ক হইয়া না আইসে সে পর্য্যন্ত উহা রাখা আবশ্যক। পটী দিবসে ৩।৪ বার ব্যবহার্য্য।

৩য় ও ৪র্থ। কুলী ও পিচকারী।—পটীর ঔষধের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। অবস্থানুসারে উহা দিবসে তিন, চারি বা পাঁচ বার ব্যবহার করা উচিত।

৫ম। অবগাহন।—৫০ বা ৬০টী বটিকা অথবা আধ কাঁচ্চা বা দুই ড্রাম ইলেক্ট্রিসিটি ৬ আউন্স বা তিন ছটাক উষ্ণ জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১৫।১৬ সের জল ধরে

এমন একটা গামলা লইবে। গামলার জলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ মিশ্রিত জল মিশাইতে হইবে। জল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে যতদূর গা ডুবান যায় ততদূর ডুবাইয়া বসিতে হয় এবং যে যে স্থানে জল না লাগে সেই সেই স্থানে জল হস্তে করিয়া লাগাইতে হইবে। সচরাচর ১৫ মিনিট হইতে ২০ মিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপে বসিয়া থাকিলে যথেষ্ট হয়।

রোগী অবগাহন লইতে অশক্ত হইলে, ৩০টী বটিকা ৬আউন্স উষ্ণজল ও অর্দ্ধ আউন্স সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত মেরুদণ্ডের উপর লাগাইলেই যথেষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ। কপিং বা চাপ।—ইলেক্ট্রিসিটির শিশির ছিপি খুলিয়া মুখ নিম্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে এমন করিয়া ধরিয়া রখিতে হয় যে ঔষধ গায়ে লাগে অথচ বাহিরে এক ফোটা না পড়ে। এইরূপ চাপ আধ মিনিট পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে শিশি তুলিয়া লইতে হয়, এবং আধ মিনিট পরে উক্ত প্রকারে পুনরায় লাগাইতে হয়। এইরূপ ৫ মিনিট কাল ধরিয়া করিতে হয়। চাপ দিবসে দুই তিন বা চারি বার দেওয়া যায়। চাপের পরিবর্ত্তে পালকে বা তূলিতে ইলেক্ট্রিসিটি লাগাইয়া প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োগ করিলেও যথেষ্ট হয়।

৭ম। লোসন বা ধাবন।—২০টী বটিকা লইয়া প্রথমে এক ড্রাম জলে মিশ্রিত করিয়া পরে উহার সহিত ৪ ড্রাম সুরাসার মিশাইয়া আবশ্যকীয় স্থানে তূলি, স্পঞ্জ বা ফ্ল্যানেল দিয়া লাগাইতে হয়।

বটিকা ঔষধ সেবনে যেরূপ ফল, বাহ্যপ্রয়োগে ঠিক সেইরূপ ফল। এই জন্য যে সকল রোগে ক্ষত, ফুলা, বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় সেই সকল রোগে ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ করা আবশ্যক। সামান্য ফুলা, বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে প্রথমে উপযুক্ত ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। তাহাতে বিশেষ উপকার না হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাতেও আশানুরূপ উপকার না হইলে আভ্যন্তরিক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিসিটি অথবা কেবলমাত্র বটিকা ঔষধের বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা করা উচিত।

বটিকা ও ইলেক্‌ট্রিসিটি বাহ্যপ্রয়োগ করিবার স্থান পুস্তকের শেষে দুইটী চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহার।

১। সচরাচর এ১, এ২, এ৩, সি১, সি৫, এফ্‌১, এফ্‌২, এল্‌, মেরিনা, পি১, পি৩, এস্‌১, এস্‌৫, এস্‌জি, ভেন্‌ ও ভার্‌ এই ১৬ প্রকার বটিকা ঔষধ ও রে, ই, রু, হো ও গ্রি এই ৫ প্রকার ইলেক্‌ট্রিসিটি রাখিলে এক প্রকার সকল রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারা যায়। গার্হস্থ্য-চিকিৎসার পক্ষে এই ঔষধগুলি বিশেষ উপযোগী।

২। অসমর্থপক্ষে এ ৩, সি১, সি৫, এফ্১, এফ্২ পি১, এস্১, এস্৫, এস্ জি ; ভার্, ভেন্ ও লিন্ এই ১২ প্রকার বটিকা ঔষধ রাখিলে একপ্রকার মোটামুটি গৃহচিকিৎসা চলে।

৩। বটিকা ঔষধগুলি বিশেষ যত্নের সহিত রাখা উচিত। কেন না অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে উহা সহজে গলিয়া যায়। এই জন্য বাক্সের মধ্যে ভেল্‌ভেট্ অথবা তুলার ভিতর অতিশয় যত্নের সহিত বটিকার শিশিগুলি রাখা আবশ্যক। বটিকাগুলি বাহির করিবার সময় বটিকা চামচ্ ব্যবহার করা উচিত ; কেননা বটিকা হস্তে করিয়া বাহির করিয়া পুনরায় শিশির ভিতর রাখিলে হাতের ঘাম বা অন্য কোন পদার্থ লাগিয়া উহা গলিয়া যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বটিকার শিশিগুলি আস্তে আস্তে নাড়া ভাল। এইরূপ করিলে ঔষধ শীঘ্র জমিয়া যায় না।

৪। বটিকা ঔষধের মধ্যে কতকগুলির আকার ক্ষুদ্র, কতকগুলির আকার মধ্যম এবং অপর গুলির আকার বৃহৎ। যে বটিকাগুলি বৃহৎ সেইগুলি পূর্ণ বটিকা। ২টী মধ্যম অথবা ৩টী ক্ষুদ্র বটিকা একটী বৃহৎ বটিকার সমান। পুস্তকে যেখানে বটিকার উল্লেখ আছে সেখানে বৃহৎ বটিকা কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বৃহৎ বটিকা না থাকিলে ২টী মধ্যম অথবা ৩টী ক্ষুদ্র বটিকা ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ না করিলে সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

৫। সচরাচর শিশি অথবা বোতলে ডাইলিউসন প্রস্তুত

করিয়া ছিপি দিয়া রাখা ভাল। এইরূপ করিলে কোনরূপ বহিস্থ পদার্থ উহাতে পড়িতে পারে না এবং ঔষধ নাড়িয়া লইবার সময় সুবিধা হয়। ডাইলিউসন ঔষধ কাচ অথবা প্রস্তর পাত্রে ঢালিয়া সেবন করা ভাল। যে শিশিতে অথবা বোতলে ডাইলিউসন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নূতন হইলে ভাল হয়। নূতন শিশি বা বোতল না থাকিলে পুরাতন শিশি বা বোতল গরম জল, গোবর বা কুরুই দিয়া অতি সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

৬। যে জলে ডাইলিউসন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে সে জল অত্যন্ত পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার কঠিন রোগে অগ্রে জল সুসিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে ফিল্টার পেপার বা পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। যখন দেখা যাইবে যে ডাইলিউসন ঔষধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলা খণ্ডের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ ভাসিতেছে তখন উক্ত ঔষধ ফেলিয়া দিয়া নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত। সচরাচর দুই দিন অন্তর ঔষধের জল পরিবর্ত্তন করিলে এরূপ প্রায় হয় না।

৭। যাঁহাদিগকে দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাঁহারা সুবিধা মত ছোট ছোট শিশিতে ডাইলিউসন ঔষধ লইয়া পকেটে রাখিয়া মাঝে মাঝে কয়েক ফোটা করিয়া সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়।

৮। সম্প্রতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাইলিউসন বটিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ৬ আউন্স জলে একটী দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন

বটিকা মিশ্রিত করিলে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়। এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া শুষ্ক বটিকাও সেবন করান যাইতে পারে।

৯। অমিশ্র ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করিবার সময় একটী কাচপাত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ইলেক্ট্রিসিটি ঢালিয়া লইয়া উহা তুলী দ্বারা নিরূপিত স্থানে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ঔষধ প্রয়োগ হইয়া গেলে পর তূলী ও কাচ পাত্রটী জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। লিণ্ট বা কাপড় দিয়া অমিশ্র ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হইলে প্রথমে লিণ্ট বা কাপড় জলে ভিজাইয়া ও পরে জল নিকড়াইয়া উহার সহিত ইলেক্ট্রিসিটি মিশ্রিত করা উচিত।

পথ্য।

পথ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সচরাচর লঘুপাক ও পুষ্টিকর দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে, রোগ বিশেষের বৃদ্ধি হয়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রবল রোগ-চিকিৎসায় দুগ্ধ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা ভাল।

সচরাচর নিম্নলিখিত পথ্য ব্যবহার করিলেই চলে :—

প্রবল জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, মিছরি, বেদানা ইত্যাদি। জ্বরের তেজ কমিয়া আসিলে দুধসাগু, দুগ্ধ, পাঁউরুটি, কই, মাগুর, মৌরলা বা ছোট পোনামাছের ঝোল, সোনামুগের ঝোল, খই, মিছরি, চিনির বাতাসা, এলাচদানা, বেদানা ইত্যাদি।

জ্বর ত্যাগ হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন, দুগ্ধ, কচু, পটোল, ডুমুর, কাঁচকলা, মুগ বা মসুরের যুস, কই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা উচিত। পীড়িতাবস্থায় পেট ভরিয়া খাওয়া অনুচিত। ক্ষুধা না থাকিলে কোন জিনিসই খাওয়া উচিত নহে। উদরাময় থাকিলে বার্লি, গাঁদাল ঝোল, তেলাকুচোর ঝোল, পোরের ভাত, বেল পোড়া ইত্যাদি দ্রব্য ব্যবহার করা ভাল।

অম্ল দ্রব্য, সির্কা, লেবু ইত্যাদি ঔষধের গুণ নষ্ট করে বলিয়া চিকিৎসা কালে উহাদের ব্যবহার একবারে নিষেধ।

স্নান।

জ্বর বা অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য থাকিলে মধ্যে মধ্যে প্রাতে গরম জলে গা মুছিয়া ফেলিয়া, কাপড় দিয়া গা ঢাকিয়া রাখা উচিত। জ্বর ত্যাগ হইলে উষ্ণজলে স্নান করা বিধি। মস্তকে উষ্ণ জল প্রয়োগ নিষেধ। শরীরে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চয় হইলে স্রোতের অথবা বৃহৎ পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া স্নান করা ভাল। গাত্র মার্জ্জনাদি করিতে যত সময় লাগে সচরাচর তাহা অপেক্ষা অধিক সময় জলে থাকা অনুচিত।

পানীয় জল।

পানীয় জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও হাল্‌কা হওয়া উচিত। সচরাচর স্রোতের অথবা বৃহৎ পুষ্করিণীর নির্ম্মল জল ভাল।

নিকটে ভাল জল না পাওয়া গেলে জল গরম করিয়া বালি ও কয়লা দিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর শীতল জল পান করা উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অনেক স্থলে কেবল মাত্র গরম জল খাইলে দাস্ত হয়। জল পিপাসা থাকিলে এক কালে অধিক জল পান না করিয়া ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে জলপান করা কর্ত্তব্য।

বাসগৃহ, শয্যা ইত্যাদি।

রোগীর গৃহ উষ্ণ, শুষ্ক ও বায়ুপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যাহাতে গৃহের মধ্যে বায়ু চলাচল করিতে পারে অথচ রোগীর গাত্রে বায়ু প্রবাহ না লাগে এইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। রোগীর গৃহে অধিক লোক থাকা অন্যায়। গৃহের মধ্যে কোনরূপ দুর্গন্ধ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী মল মূত্র ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা স্থানান্তরিত করা আবশ্যক এবং গৃহ ভাল করিয়া পরিষ্কার করা উচিত। মধ্যে মধ্যে ধুনা ও কর্পূরের ধোঁয়া দেওয়া ভাল। অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ফেনাইল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গৃহ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর মনে অসন্তোষ, বিরক্তি বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এইরূপ কোন জিনিষ গৃহের মধ্যে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগীর নিদ্রা যাইবার সময় দীপ নিবাইয়া দেওয়া ভাল অথবা উহা এমন করিয়া রাখা উচিত যাহাতে রোগীর মুখে আলো না পড়ে। রোগীর শয্যা ও বস্ত্র পরিষ্কার পরি-

চ্ছন্ন হওয়া উচিত। বিছানার চাদর ও রোগীর কাপড় প্রতি-দিন পরিবর্ত্তন করা উচিত। যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিলে রোগী স্বচ্ছন্দে থাকে সেইরূপ বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত।

সহজ পরীক্ষা।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফল কিরূপ তাহা নিম্ন-লিখিত কতিপয় সহজ পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

১। ৮ কি ১০টী বটিকা এস্ ১, জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে মাদক দ্রব্য সেবন-জনিত মত্ততা দূরীভূত হয়, এবং পক্ষাঘাত, মূর্চ্ছা ইত্যাদি রোগ নিবারিত হয়।

২। উক্ত ঔষধের ২ বা ৩টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে অজীর্ণভাব দূরীভূত হয়, সুনিদ্রা ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং পাকযন্ত্রের আক্ষেপ ও দন্তশূল নিবারিত হয়।

৩। সি১ প্রথম বা দ্বিতীয় ডাইলিউসন কয়েকবার সেবন করিলেই জরায়ুর আক্ষেপ দূরীভূত হয়। প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যাবতীয় পীড়া এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়া যায়।

৪। ব্লু র পটী লাগাইলে ছিন্ন স্থান হইতে রক্তপাত বন্ধ হয় ও ক্ষত শীঘ্র পূরিয়া আইসে।

৫। উপর্য্যুপরি কয়েকটী হোর পটী ব্যবহার করিলে

শীঘ্র শিরোবেদনা অন্তর্হিত হয়। উক্ত ঔষধের কুলি করিলে অনেক স্থলে প্রথম কুলি করিবার পরই দন্তশূল (দাঁত কন্‌কনানি) আরোগ্য হইয়া যায়।

৬। এফ ১ সেবন ও এফ২ এর মালিস ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার জর ও যকৃতের পীড়া নির্দ্দোষে আরোগ্য হইয়া যায়।

কেবল বিশ্বাস যে রোগ আরাম হইবার মূল কারণ নহে, তাহা উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

রোগ নির্ণয়।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে রোগ নির্ণয় করা অতি সহজ। রক্ত ও রস দোষ লক্ষণ জানিতে পারিলেই এক প্রকার রোগ নির্ণয় করা হইল।

নানাবিধ কারণে কখন রসের, কখন রক্তের এবং কখন বা উভয় রস ও রক্তের বিকৃতি ঘটে। এইরূপ বিকৃতি ঘটিলেই পীড়া হয়। রস দূষিত হইয়াই অধিকাংশ স্থলে রোগ উৎপন্ন হয়। রস অধিক দিন দূষিত থাকিলে অনেক স্থলে উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত, ও রক্ত অধিকদিন দূষিত থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে রস দূষিত হইয়া পড়ে। শিরঃপীড়া, মস্তকে রক্তসঞ্চয়,

নাসিকা, মলদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত, অর্শ, হৃৎস্পন্দন, গাত্রদাহ, হস্তপদতলের শীতলতা, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি রক্ত দোষের লক্ষণ। বাত, বেদনা, ফুলা, গাত্রে ও মস্তকে ভারবোধ, উদরের পীড়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদি রস দোষের লক্ষণ। পূয়সঞ্চার, গভীর ক্ষত, সন্ধিবাত, অস্থিশূল, কর্কটাদি রোগ সঞ্চার ইত্যাদি গাঢ় রস দোষের লক্ষণ।

সচরাচর তিন প্রকার ধাতুর রোগী দৃষ্ট হয়। রক্তপ্রধান, রসপ্রধান ও বিমিশ্র। এই সকল ধাতুর লক্ষণ কি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রক্তপ্রধান ধাতু।—শারীরিক লক্ষণ—প্রবল রক্তসঞ্চলন, দ্রুত ও নিয়মিত নাড়ীস্পন্দন, পূর্ণ ও সুগোল মাংসপেশী, আরক্ত বর্ণ, মধ্যম আকৃতি। মানসিক লক্ষণ—চিত্তপ্রফুল্লতা, দ্রুত অনুভব, পূর্ণ সাহস ও উদ্যম, সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি।

রসপ্রধান ধাতু।—স্থূলাকার, শরীর সঞ্চালনে অনিচ্ছা, আলস্য, উদ্যম-রাহিত্য, ভোজনেচ্ছা, অল্প সাহস ইত্যাদি।

বিমিশ্র ধাতু।—এই ধাতুতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ধাতুর কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তপ্রধান ও স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর চিকিৎসা অধিকাংশ স্থলে রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীর ন্যায়।

রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১। রোগীর ধাতু রক্তপ্রধান, রসপ্রধান কি বিমিশ্র ?

২। রোগ রক্ত দোষে, কি রসদোষে, কি রক্ত-রস দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক রোগে রস ও রক্ত একত্র দূষিত হইয়া যায়।

৩। রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ঔষধ আছে কি না ?

৪। কতকগুলি রোগ কেবল রক্তদোষে এবং অপর কতকগুলি রোগ কেবল মাত্র রসদোষে উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগের চিকিৎসায় রোগীর ধাতুর উপর বড় একটা লক্ষ্য রাখিতে হয় না।

৫। রোগীর শরীরে কৃমি আছে কি না ? কৃমির লক্ষণ—বমন, মুখে লালাতিশয্য, নাসিকা কণ্ডুয়ন, দন্তঘর্ষণ, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ ইত্যাদি। কৃমি থাকিলে অগ্রে কৃমির চিকিৎসা করিয়া পরে অন্য রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। উপদংশ বিষ রোগীর শরীরে আছে কি না ?

৭। একটী ঔষধ ব্যবহার করিয়া পীড়াবৃদ্ধি হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত ঔষধ নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপস্থলে ঔষধের ডাইলিউসন এক ক্রম উচ্চ করিয়া সেবন করান ভাল।

৮। ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার হইলে ঔষধের যে ডাইলিউসন ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার এক ক্রম নিম্ন করিয়া সেবন করান উচিত। যে পর্য্যন্ত না রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনে বিরাম দেওয়া অনুচিত।

৯। অনেক স্থলে বিশেষতঃ পুরাতন রোগে প্রথমে

দ্বিতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার করা ভাল। যদি দ্বিতীয় ডাইলি-উসন সেবন করিয়া রোগ বৃদ্ধি হয়, তৃতীয় ডাইলিউসন ব্যবস্থা করিলেই উপকার হইবে। যদি দ্বিতীয় ডাইলিউসন সেবনে উপ-কার হয়, তাহা হইলে কয়েকদিন পরে প্রথম ডাইলিউসন এইং তাহার কয়েকদিন পরে ৬ আউন্স জলে উত্তরোত্তর ২টী, ৩টী বা ৪টী বটিকা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করিয়া সেবন ও অবশেষে দুই বেলা ৪।৫টী করিয়া শুষ্ক বটিকা ব্যবস্থা করা উচিত।

১০। রোগ বৃদ্ধি পাইলে ব্যবহৃত ঔষধের ডাইলিউসন উচ্চ করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যপ্রয়োগের ঔষধের বটি-কার অথবা ইলেক্ট্রিসিটির পরিমাণ কম হওয়া উচিত। উন্নতি হইলে ক্রমে ক্রমে বাহ্য ঔষধের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক।

১১। ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে রোগীর মূল রোগ কি। এই মূল রোগের ঔষধ ডাইলিউসনে ব্যবহার করা উচিত। মূল রোগের সঙ্গে সঙ্গে সচরাচর কতকগুলি সামান্য সামান্য নূতন রোগ ও উপসর্গের আবি-র্ভাব হয়। যদি দেখা যায় যে মূল রোগের জন্য যে ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কেবল তাহা সেবন করিলেই সামান্য সামান্য উপসর্গগুলি আরাম হইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে অন্য ঔষধ সেবন করাইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাহা না হইলে প্রাতে, আহারের সময়, পূর্ব্বে বা পরে, ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ডাইলিউসন ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী

ঔষধের ৪, ৫ বা ১০টী বটিকা এককালে সেবন করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে লিন্ ও এস্১ ডাইলিউসনে ব্যবস্থা করিলেই চলে। কিন্তু যদি উক্ত রোগের সঙ্গে অজীর্ণ ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ডাইলিউসন ঔষধের সহিত কয়েকটী বটিকা এস্ জি, আহারের সময়, পূর্ব্বে বা পরে সেবন করা কর্ত্তব্য। মূল রোগের সহিত কৃমি কিম্বা অন্তর্নিহিত উপদংশ বিষ থাকিলে রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে কয়েকটী বটিকা ভার্, অথবা ভেন্, ব্যবহার করা উচিত।

১২। পুরাতন রোগে কেবল মাত্র ডাইলিউসন ঔষধ ব্যবহার করিলে অনেক স্থলে কষ্টকর কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হয়। এই কোষ্ঠকাঠিন্য পরিহার করিবার জন্য যে ঔষধের ডাইলিউসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই ঔষধের বা অন্য কোন উপযুক্ত ঔষধের কয়েকটী শুষ্ক বটিকা আহারের সময়, পূর্ব্বে বা পরে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১৩। এমন কতকগুলি রোগ আছে যে তাহারা সহজে আরাম হইতে চায় না। এই সকল রোগে ৬ আউন্স শিশি জলে ৩০, ৪০ বা ৫০টী বটিকা অথবা ৪০ বা ৫০ ফোঁটা হো বা ব্লু সেবনীয়। ১০০ ফোঁটা হো বা ব্লু সেবন করিয়া অনেকস্থলে যন্ত্রণা, সন্ন্যাস, প্রবল জ্বর ইত্যাদি রোগ আরাম হইয়া যায়।

১৪। ইলেকট্রিসিটি মস্তকের করোটীর (খুলির) উপর প্রয়োগ করিলে সমস্ত শরীরের উপর উহার ক্রিয়া সঞ্চার হয়।

১৫। স্ক্রফলসো শ্রেণীর ঔষধ সেবন ব্যবস্থা করিবার

সময় সচরাচর রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীকে এস্১, পিত্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীকে এস্ ৫ ও রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীকে এস্ ২ সেবন করান উচিত।

পরবর্ত্তী কতিপয় পৃষ্ঠায় ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লিখিত হইল। রোগের ঔষধের তালিকায় যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কয়টী রোগীর ধাতু ও অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেই কয়টী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। একই রোগ, ধাতু ও অবস্থা ভেদে অশেষবিধ মুর্ত্তি ধারণ করে; সুতরাং প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী ঔষধ পৃথক পৃথক করিয়া লেখা অসম্ভব।

যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী বা যাঁহারা সাধারণের উপকারের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন বলিয়া অনেক রোগী পান, তাঁহারা মৎপ্রণীত *বৃহৎ ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি* চিকিৎসা পাঠ করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগের বিস্তারিত চিকিৎসা অবগত হইবেন।

অজীর্ণ।

আহারের পর উদরে, ভারবোধ, অস্বচ্ছন্দতা, যন্ত্রণা, জৃম্ভন (হাইতোলা), বারম্বার উদ্গার, অম্লবোধ, বিবমিষা, উদরবিস্তার, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তকে ভারবোধ, বিষন্ন মনোভাব ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—কয়েকটী বটিকা এস্ অথবা এস্ জি এককালে

সেবন ও উদরগহ্বরে রে প্রয়োগ করিলেই অজীর্ণভাব দূরীভূত হয়। ভাল জীর্ণ হইতেছে না বোধ হইলে এককালে ১০ বা ২০টী বটিকা এস্। যদি ইহাতে উপকার না হয় তাহা হইলে এস্ অথবা এস্৫ প্রঃ ডাঃ অথবা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া বটিকা এস্। উদরগহ্বরে রে, উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ২ এর মালিস।

যদি কোন প্রকার পিওদোষ নিবন্ধন এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে এস্ ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এফ্ সেবন ও এফ্২ উপপর্শুকাপ্রদেশে প্রয়োগ করিলে প্রতীকার হয়।

অনিদ্রা।

এই রোগ কখন কখন স্বতঃ উপস্থিত হয় এবং কখন কখন অন্যান্য রোগের উপসর্গ হইয়া আবির্ভূত হয়। বেদনা, নিয়ত পার্শ্বপরিবর্ত্তন অথবা মলাদি ত্যাগ করিবার বলবতী ইচ্ছা, কাশি, শ্বাসকৃচ্ছ্র, চিত্ত চাঞ্চল্য ও কখন কখন রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি কারণেও এই রোগ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—এস্ প্রঃ ডাঃ। নিদ্রাগমের সময় ১০টী বটিকা এফ্ জিহ্বার উপর, আধ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫ এর বটিকা। সমস্ত মস্তকে হো, উপপর্শুকাপ্রাদেশে, স্নৈহিক স্নায়ুতে ও স্নায়ুবর্ত্তুলে এফ্২। মস্তকের সমস্ত স্নায়ুর উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। শরীরের জ্বরভাব নিবন্ধন অনিদ্রা উপস্থিত হইলে এফ্ তৃঃ ডাঃ ৩।৪ বার সেবন করিলেই প্রতী-

কার হয়। ১৫ মিনিট অন্তর ২টী করিয়া এস্ বটিকা সেবন করিয়া অনেক স্থলে রোগ আরাম হইয়া যায়।

অম্ল।

খাদ্য দ্রব্য ভাল জীর্ণ না হইলে অম্ল বোধ হয়।

চিকিৎসা।—এস্ অথবা এস্ জি দ্বিঃ ডাঃ। আহারের পর ৪ বটিকা এস্ জি। উদরগহ্বরে রে।

অরুচি।

এস্ ডাইলিউসন বা প্রত্যহ ৩টী বটিকা এস্। উদর-গহ্বরে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। সি৫ অথবা এল্ এর অবগাহন।

অর্শ।

মলদ্বারের শিরাগুলি বিস্তৃত হইয়া বলি উৎপন্ন হয়। এই বলি নিবন্ধন সরলান্ত্র বা গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব হয়। অর্শ দুই প্রকার—রক্তস্রাববিশিষ্ট ও রক্তস্রাববিহীন। বলি ভিতর ও বাহির দিকে হইলে যথাক্রমে ইহাকে অন্তর্বলি ও বহির্বলি কহে। অনেক স্থলে এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ উপ-সর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন কখন মল ত্যাগের সময় অন্তর্বলি ও সরলান্ত্রের কিয়দংশ পতিত হয়, কখন বা অন্তর্বলি গুহ্যের সংকোচক পেশীকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং পচনা-ক্রান্ত হয়। অর্শ বলি অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহাতে উত্তে,

জনা ও বেদনা অনুভূত হয় এবং শরীরের অসুস্থভাব উপস্থিত হয়। কখন কখন চারিপাশে প্রদাহ উপস্থিত হয়, স্ফোটক জন্মে, অস্ত্র বিগলিত হয় ও ভগন্দর ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

অর্শ রক্তপ্রধান ধাতুর একটী প্রধান লক্ষণ। রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিরও এই রোগ হয়; কিন্তু এইরূপ স্থলে রক্তস্রাব হয় না।

চিকিৎসা।—এ তৃঃ ডাঃ। ৫০টী বটিকা এ৩ মিশ্রিত এক টব উষ্ণ জলে উপবেশন এবং রাত্রিকালে এ৩ এর মালিস অথবা রু র পটী।

রক্তস্রাব না থাকিলে এস্ অথবা সি ও এল্ পর্য্যায়ক্রমে অথবা সি৪ ও এ পর্য্যায়ক্রমে। সি ৫এর অবগাহন। সি৫ ও গ্রির পটী পর্য্যায়ক্রমে।

অশ্রুপাত।

চক্ষু হইতে আপনা অপনি জল পড়া।

চিকিৎসা।—চক্ষু রে দিয়া ধৌত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। রে গ্রীবাপৃষ্ঠে। এস্ ও সি ডাইলিউশন পর্য্যায়ক্রমে।

আক্ষেপ বা মূর্চ্ছা।

এই রোগে বিকৃত অঙ্গ সঞ্চালন, হনুস্তম্ভ (দাতকপাটী), অচৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিশুর ও প্রসবের পর স্ত্রীলোকের এই রোগ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—কৃমি, খোস, রক্তসঞ্চালন দোষ ইত্যাদি কারণ বুঝিয়া ভার্, এস্ বা সি৫ বা এ দ্বিঃ ডাঃ বারম্বার। ১৫টী বটিকা এস্ জিহ্বার উপর। সি৫ ও এস্২এর মালিস চোয়ালের উপর। গ্রীবা পৃষ্ঠে, স্নৈহিক স্নায়ুতে ও চোয়ালে ই।

আঘাত, ক্ষত, মচ্‌কান ইত্যাদি।

যদি রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে বেদনা উপশম করিবার জন্য হো বা গ্রি। রক্তস্রাব থাকিলে এর পটী; আবশ্যক বোধ হইলে এ দ্বিঃ ডাঃ। হো অথবা রুর পটী অব্যর্থ।

পচ ধরিবার উপক্রম হইলে সি অথবা সি ও এস্ ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে। এস্ ব্যবহারে ক্ষত শীঘ্র পূর্ণ হইয়া আইসে। আঘাত অর্থাৎ রক্তাশয়ের নিষ্পেষণ নিবন্ধন ক্ষত উপস্থিত হইলে এ ব্যবস্থা করা উচিত।

আঙ্গুলহাড়া।

চিকিৎসা।—প্রথমে কেবলমাত্র রে, হো অথবা সি৫এর পটী ব্যবহার করিয়া রোগ নিবারিত করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ ফল না হইলে এস্ ও সিঃ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। এস্৫ অথবা এ ২এর পটী। সি৫এর অবগাহন। আহারের সময় সুরা অথবা দুগ্ধের সহিত এস৫ ও সি৪এর বটিকা।

অনেক স্থলে কেবলমাত্র হো অথবা ইর শিশিতে পীড়িত

অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে এবং রাত্রে উহার উপর উক্ত ইলেক্ট্রিসিটির পটী লাগাইলে দুই দিনে রোগ আরাম হইয়া যায়।

আধকপালে।

এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা উপস্থিত হয়। অরুচি, বিবমিষা, বমন, রক্ত বা পাণ্ডুবর্ণ মুখ ইত্যাদি লক্ষণ এই রোগে দেখা দেয়। বেদনা প্রতিদিন একই সময়ে আবির্ভূত হয়। রোগ কোনরূপ স্নায়ু দোষে উপস্থিত হইলে এস্ দ্বিঃ ডাঃ ও এফ্ পর্য্যায়ক্রমে। মস্তকে এবং গ্রীবায় সি৫এর মালিস।

গ্রির পটী। গ্রীবা-পৃষ্ঠ, ক্ষুদ্র হাইপোগ্লসিস্ ও স্নৈহিক স্নায়ুর উপর হোর পটী।

মস্তকে রক্ত সঞ্চিত হইয়া অর্দ্ধশিরঃশূল হইলে এ ও এফ পর্য্যায়ক্রমে। মস্তকে ও গ্রীবায় এ৩এর মালিস। এ ৩এর অবগাহন। উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ্২এর এবং হৃদয়ে এ৩এর মালিস। গ্রীবা-পৃষ্ঠ, ক্ষুদ্র হাইপোগ্লসিস্ এবং স্নৈহিক স্নায়ুর উপর ব্লু।

এই রোগ জরায়ুপীড়া বা প্রদর রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে সি দ্বিঃ ডাঃ। সি৫ এর অবগাহন। গ্রির পটী। বেদনা সাময়িক হইলে এফ্ ডাইলিউসন ও উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ্২ এর মালিস।

আমরক্ত বা আমাশয়।

বৃহদন্ত্রের বিশেষতঃ সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। এই রোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হয় এবং মলত্যাগের সময় আমের সহিত প্রায়ই রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসর্গ:—বিকৃত মুখশ্রী, পাণ্ডুবর্ণ, ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, অনিদ্রা, পিপাসা, কষ্টকর পরিপাক, দ্রুত নাড়ীস্পন্দন, ক্ষণিক কম্পন।

চিকিৎসা।—এ ও সি পর্য্যায়ক্রমে; একটী করিয়া সি৫ এর বটিকা। উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ২এর এবং উদরে সি৫এর মালিস। স্নৈহিক স্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদর গহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

উপসর্গ:—সর্দ্দি, জ্বর, শিরোবেদনা, গাত্রে ভার বোধ, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শুষ্ক ও কষ্টকর কাশি, পরে শ্লেষ্মানির্গমন। রোগীর ধাতু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় যথা, প্রলাপ, চমকাইয়া উঠা, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি।

প্রথমে এফ্ দ্বিঃ ডাঃ ও ৫টী করিয়া বটিকা এস্ জি অথবা এস্ জি প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ সেবন করিয়া জ্বর দমন করা উচিত। উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ্২এর মালিস বা পটী। রে, হো,

অথবা ব্লুর কুলি। পরে পি বা পি৩ ডাইলিউসন ও এস্ জি ও সর্ব্বশেষে এস্ জির কয়েকটী শুষ্ক বটিকা। বক্ষে সি৫ এর মালিস। বক্ষে রে অথবা ব্লু।

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ ৫টী করিয়া এস্ জির বটিকা সেবন করিলে এই সংক্রামক রোগের আক্রমণ নিবারণ করা যায়।

উদরাময়।

বারম্বার ভেদ হওয়া। উত্তেজনা বা প্রদাহ উপস্থিত হইয়া এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—এস জি ডাইলিউসন অথবা ২০টী বটিকা এস জি অথবা সি৪ ডাইলিউসন। এস্এর অবগাহন। শ্লৈহিক-স্নায়ু, উদরগহ্বর ও স্নায়ুবর্ত্তুলের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

মলের সহিত রক্ত থাকিলে।—এ অথবা এ২ ও এস্ জি ক্রমান্বয়ে; ১০টী বটিকা এ। উদরগহ্বরে ব্লু অথবা স এর মালিস। উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ্২এর মালিস। এ৩ বা সি৫এর অবগাহন। হৃদয়ে এ৩এর মালিস।

ওলাউঠা।

ওলাউঠা একটী ভয়ানক রোগ। বায়ুস্থিত, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও ভয়ানক সংক্রামক এক প্রকার বিষকণা

এই রোগের মূলীভূত কারণ। এই বিষকণাগুলি লোমকূপ, নাসিকা ইত্যাদি পথ দিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।

এই রোগের ৩টী অবস্থা। আক্রমণ, অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া।

১। আক্রমণ—দৌর্ব্বল্য, বলহানিকর ঘর্ম্ম, সমস্ত উদরে যন্ত্রণা, অনিয়মিত উদরাময়, তীব্র বেদনা, বিবমিষা, হিক্কা, বমন, পিপাসা, অম্লপানীয়দ্রব্যে ইচ্ছা, কাল্পনিক ক্ষুধা, শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা, মূর্চ্ছার উপশম প্রভৃতি উপসর্গ আবির্ভূত হয়।

২। অবসাদ।—ভেদ ও বমনের সহিত রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়; বলহানি ও উদরগহ্বরে দাহ উপস্থিত হয়; মল ও বমন চালধোয়ানি জলের ন্যায় দেখায়, মুখশ্রী বিবর্ণ হয়, বক্ষঃ আকুঞ্চিত হয় এবং প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়; চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হয়, চর্ম্ম কুঞ্চিত করিলে সংকোচ থাকিয়া যায়, বিদ্ধ করিলে উহা হইতে রক্তপাত হয় না এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কালিমা, হিমাঙ্গ, নাড়ী ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

৩। প্রতিক্রিয়া।—পূর্ব্বোক্ত প্রবল উপসর্গগুলি কমিয়া যায়, আক্ষেপ ও যন্ত্রণার হ্রাস হয়, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাড়ী ক্রমে ক্রমে স্বভাবস্থ হইয়া আইসে। অবশেষে ভেদ বন্ধ হয়, প্রস্রাব হয়, মুখশ্রী ভাল হয় ও অল্পে অল্পে উন্নতি হইতে থাকে।

যখন নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় তখন তাহার আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য এস্ জি প্রঃ ডাঃ দিবসের মধ্যে ১০৷১২ বার ও আহারান্তে ২টী বটিকা এস জি জিহ্বার উপর। রোগ দেখা দিলে এককালে ১০ হইতে ২০টা বটিকা এস্ জি বা এস্ জিহ্বার উপর। ইহার ৫ বা ১০ মিনিট পরে এস্ জি দ্বিঃ ডাঃ ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর, উদরের মধ্যেস্থলে নাভির প্রায় ২ ইঞ্চি উচ্চে পটী রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। যদি এক ঘণ্টা এইরূপ চিকিৎসা করিয়া প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর না হয় তাহা হইলে আবার ২০টি বটিকা এস্ বা সি৫ এবং এস্ জি ও সি৫ দ্বিঃ ডাঃ ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর।

প্লীহা ও যকৃতের উপর মালিস এফ্২ দুই ঘণ্টা অন্তর ও উদরের মধ্যস্থলে পটি রে বারম্বার। তলপেটের উপর সি৫ এর পটী। হিমাঙ্গ উপস্থিত হইলে ৫০ বা ৬০টী বটিকা এস্৫ ৬ অউন্স সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লাগাইতে হয়। রোগ আরোগ্য হইয়া গেলে পর বলধান করিবার নিমিত্ত এস জি প্রঃ ডাঃ, আহারের পূর্ব্বে ৪টি বটিকা এস জি জিহ্বার উপর ও এফ্২এর মালিস প্লীহা ও যকৃতের উপর দিবসের মধ্যে ২৷৩ বার।

কটিবাত।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়া হইলে দেহ সম্মুখে বা পৃষ্ঠদেশে আনত করিতে পারা যায় না।

চিকিৎসা।—এস্ প্রঃ ডাঃ। সি৫ এর পটী, মালিস ও অবগাহন। হোর পটী। জ্বর থাকিলে অগ্রে এফ্ সেবন ও এফ্২এর মালিস উপপর্শুকাপ্রদেশে ব্যবহার করিয়া জ্বর আরোগ্য করা উচিত। কখন কখন রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় কয়েকটী বটিকা ভার সেবন করিয়া রোগ আরাম হইয়া যায়।

কড়া।

পায়ে কড়া।

চিকিৎসা।—এস্ ডাইলিউসন। এসএর মালিস। সি৫এর মালিস লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

কর্ণ-রোগ।

অধিকাংশ কর্ণরোগে নিম্নলিখিত প্রকারে চিকিৎসা করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এস্ ডাইলিউসন অথবা এস৫ ও সি৫ বা এ২ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধ সুরা বা দুগ্ধের সহিত। সমস্ত কর্ণে হোর পটি। সি৫, এস, এ২ এর মালিস ও পটী সমস্ত কর্ণে। কর্ণের পার্শ্বে পৃষ্ঠদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর উপর ও কর্ণমূলে (মুখের ভিতর চোয়ালের প্রান্তে) রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। সি৫, এস ও এ২ এর অবগাহন পর্য্যায়-ক্রমে। কর্ণে হোর পিচকারী (দুই ড্রামজলে এক ডাম ইলে-ক্ট্রিসিটি) অথবা সি৫ এর পিচকারী।

কাটিয়া যাওয়া।

৬ আঁউন্স জলে ২০টী বটিকা এ মিশ্রিত করিয়া ছিন্নস্থান ধৌত করিলে রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পরে ব্লুর পটি ও তাহার উপর এ২ এর পটি। বারম্বার উক্ত পটিগুলি ব্যবহার করিলে ছিন্ন শিরাও মিলিত হইয়া যায়।

কালিমা বা কালশিরা।

আঘাত নিবন্ধন রক্ত সঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ অথবা নীল বর্ণ ধারণ করে। এ২ডাঃ। এ২, সি৫, ব্লু বা হোর পটী।

কাশি।

শুষ্ককাশি উপস্থিত হইলে এস্ ও এ২ অথবা সি৫ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। প্রতিঘণ্টায় ২ ফোটা করিয়া ব্লু।

শ্লেষ্মা সহিত রক্ত থাকিলে এ বা এ২ ও পি, পি৩ বা পি২ ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ও কয়েক ফোটা হো। বক্ষে ও হৃদয়ে এ৩ এর মালিস। এ৩ এর অবগাহন। ঠাণ্ডা লাগিয়া সরল বা পুরাতন কাশি হইলে পি, পি২ অথবা সি দ্বিঃ ডাঃ বারম্বার। হোর কুলি।

কৃমিজনিত কাশি উপস্থিত হইলে—ভার্ দ্বিঃ ডাঃ ও কয়েক ফোটা ই। ভার ২এর কুলি।

কৃমি।

লক্ষণ—শূলবেদনা, ঢক্কার ন্যায় উদর বিস্তার, উদরাময়, জিহ্বায় শ্বেত আবরণ, শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বিবমিষা বা বমন, ক্ষুধা-

মান্দ্য বা অনিয়মিত ক্ষুধা, মুখে অম্লগন্ধ, পাণ্ডু অথবা কৃষ্ণবর্ণ মুখ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, চক্ষুতারা বিস্তৃতি, অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা কণ্ডূয়ন, সুনিদ্রাভাব ও নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, অনিয়মিত ও মৃদু নাড়ীস্পন্দন, কৃশতা, প্রস্রাব ঘোলা ও দুগ্ধের ন্যায়; কখন প্রলাপ, আক্ষেপ, মোহ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—ভার্ প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা। রাত্রে শয়ন করিবার সময় ভার্ ৭ বা ৮টী বটিকা অথবা ৫ ফোটা ই, অথবা ৫ ফোটা ই ও ১০টী বটিকা ভার্ একত্রে এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এককালে। ভার্ এর অবগাহন। ভার্২ ও ই মিশ্রিত করিয়া তাহার পিচকারী। উপপশুকাপ্রদেশে এফ্২ এর অথবা সি৫এর মালিস। প্রথম দিন রাত্রে ১০ হইতে ২৫টী বটিকা ভার্ ও পরদিন প্রাতে এরণ্ড তৈলের (ক্যাষ্টার অয়েল) জোলাপ।

যে পর্য্যন্ত না কৃমির সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হয় সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কৃমি কখন অখণ্ডাবস্থায় এবং কখন বা খণ্ডে খণ্ডে বহিষ্কৃত হয়। কখন কৃমি আদৌ বাহির হয় না; কিন্তু রোগীর সুস্থভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে উহা বিনষ্ট হইয়াছে।

কৃশতা।

শরীরের একান্ত শীর্ণভাব ও অরুচি। কিছুদিন পরে

অরুচির সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি দেখা দেয় এবং পরে ক্ষয়কাশ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—এস্ ও সি পর্য্যায়ক্রমে। স্নায়ুবর্ত্তুলে, গ্রীবা-পৃষ্টে, ও স্নৈহিক স্নায়ুতে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। মস্তকে হো বা সি৫এর মালিস।

কোষ্ঠবদ্ধ।

দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া।

চিকিৎসা—রোগী রসপ্রধানধাতুবিশিষ্ট হইলে এস্ ডাইলিউসন এবং উক্ত ঔষধের বটিকা ১০টী করিয়া প্রাতে ও রাত্রে।

রোগী রক্তপ্রধানধাতুবিশিষ্ট হইলে এ ডাইলিউসন এবং উক্ত ঔষধের বটিকা ১০টী করিয়া প্রাতে ও রাত্রে।

কখন কখন ৩টী বটিকা ভার্ ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া উক্ত জল দিবসে ৩ বা ৪ বার সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হইয়া যায়। কোন কোন স্থানে কয়েকটী বটিকা এফ্ সেবন করিলে উপকার হয়।

ক্ষত।

ক্ষত বা ঘা।

চিকিৎসা—এস্ ও সি অথবা কেবল সি সেবন ও সি৫ বাহ্যপ্রয়োগ। ক্ষত স্থানে গ্রি প্রয়োগ।

খোস অর্থাৎ চুলকণা ও পাঁচড়া।

এই রোগ স্পর্শসংক্রামক।

চিকিৎসা—এস্ ও এ, অথবা এস্৫ ও এ৩ পর্য্যায়ক্রমে। সি৫, এস্৫, এ৩, হো অথবা এপি.র অবগাহন। উপপশু কা-প্রদেশে এফ্২ এর মালিস। দৈহিক স্নায়ু ও স্নায়ুবর্ত্তুলের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

এস্ সেবনে চুলকণা ও পাঁচড়া আট দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়। রোগ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আরাম হই-বার পরও কিছুদিন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

গরমি।

গরমি বা উপদংশ—দূষিত সংসর্গে এই রোগ উপস্থিত হয়। উপদংশদোষদুষ্ট চুরুট, চামচা ইত্যাদি দ্রব্য ব্যবহারেও এই রোগ জন্মিতে পারে। উপদংশবিষ সংক্রমিত হইবার পর ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা অথবা ১ হইতে ৩ সপ্তাহ কালের মধ্যে রোগের আবির্ভাব হয় এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিবসের মধ্যে বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

প্রথম অবস্থা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর ক্ষত অথবা কঁচকি। তৎ-পরে পুরুষাঙ্গের অগ্রত্বকের স্ফীতি (মুদা) এবং কখন বা মূত্রনালীর মধ্য দিয়া সপূয ধাতুনির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ আবি-র্ভূত হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা—রোগের প্রথমাবস্থায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর ক্ষত দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ণ হইয়া আইসে, এবং কোষ-প্রদাহ, গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থির বিস্তৃতি, কণ্ঠনালীর উপর ও নিকট-বর্ত্তী স্থানে ক্ষত বিশিষ্ট রোগ, কেশহীনতা, বিবিধ চক্ষুরোগ এবং সপূয়ঘনবটীবিশিষ্ট ও কঠিন আবরণযুক্ত চর্ম্ম রোগ প্রকাশ পায়।

তৃতীয় অবস্থা—অস্থি রোগ, অস্থির আবরণের রোগ, শিরো-বেদনা ইত্যাদি দেখা দেয়।

চিকিৎসা—দূষিত সংসর্গের পর ও রোগের লক্ষণ আবি-র্ভূত হইবার পূর্ব্বে এককালে ৩০টী বটিকা ভেন্ জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করিলে ও পরে ভেন্ প্রঃ ডাঃ ব্যবহার করিলে রোগ নিবারিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, কুঁচকি ইত্যাদি প্রকাশ পায় তখন ভেন্ ও এ১ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে, ক্ষত বা পীড়িত স্থানের উপর ভেনের পটী এবং রাত্রে শয়ন করিবার সময় ৫টী বটিকা ভেন জিহ্বার উপর। রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর লক্ষণ বুঝিয়া ভেনের সহিত সি অথবা এস্ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শরীরের অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য থাকিলে উপরিউক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতে একটী বটিকা লিন্ ও আহারের পর ৪টী বটিকা এস্. জি, ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কটি দেশ ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হইলে বস্তি, ত্রিকাস্থি ও বিটপদেশে দিবসে ৩ বার হোর পটী লাগান উচিত। আবশ্যক বোধ হইলে

দিবসে দুই বা তিনবার হো, ভেন্ বা সি৫ এর পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বের ন্যায়।

গরল বা প্ররোহিকা।

একস্থানে কতকগুলি রসগুটিকা একত্র মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়, বা উৎপন্ন হইয়া পরে মিলিত হয়, পীড়িতস্থান হইতে রক্তাম্বুস্রাব হয়, চর্ম্ম উঠিয়া যায়, অসহ্য কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় এবং শয্যার উত্তাপে উহার বৃদ্ধি ঘটে।

রসগুটিকাগুলি প্রথমে স্বচ্ছ থাকে কিন্তু পরে গাঢ়রসবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। রসগুটিকাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া পীত বর্ণ ক্ষতচর্ম্মে পরিণত হয়।

চিকিৎসা।—এস্ ডাইলিউসন অথবা এস৫ ও এ৩ ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা এবং এক ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫ এর বটিকা। এস্৫ ও সি৫এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে। উপপশু‍্কাপ্রদেশে সি৫এর মালিস। গ্রীবাপৃষ্ঠ, শ্লৈহিক স্নায়ু ও স্নায়ুবর্ত্তুলের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। পীড়িত স্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এস্৫এর মলম।

গা বমিবমি।

সি ডাইলিউসন অথবা এস্, সি৫ প্রঃ ডাঃ বারম্বার। সি৫-

এর অবগাহন। ১০টী বটিকা সি৪। একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫এর বটিকা।

চক্ষু-প্রদাহ।

চক্ষুর ও অক্ষিপুটের নিম্ন আবরণের প্রদাহ। এই রোগে অক্ষিপুটের নিম্নে বালুকাকণা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, অক্ষি-পুটের যন্ত্রণা ও প্রদাহ উপস্থিত হয়, নিয়ত জল পড়িতে থাকে এবং শিরোবেদনা, আলোকে ভয় ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ হয়।

চিকিৎসা।—রোগীর ধাতু বুঝিয়া রে অথবা ব্লু গ্রীবা-পৃষ্ঠে এবং চক্ষু গহ্বরের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে। এস্ ও এ প্রঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫। মস্তকে হো, ই অথবা সি৫এর পটী। সি৫এর অবগাহন। মধ্যাহ্নে সুরা বা দুগ্ধের সহিত ১০টী বটিকা এ ও বৈকালে এস্।

রোগ দুঃসাধ্য হইলে সি, সি৪, বা সি৫ ব্যবহারে উপ-কার হয়।

উপদংশ নিবন্ধন চক্ষুপ্রদাহ উপস্থিত হইলে ভেন ও এস্২ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

চর্ম্মরোগ।

ব্রণ, গরল, দাদ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে এস্, বিশেষতঃ এস্৫ বিশেষ উপকারী। বিশেষ রসদোষ, অথবা কর্কটমূল-

কারণজনিত ক্ষত রোগে নিম্নলিখিত প্রকারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।—এস্ বা এস্৫ ডাইলিউসন অথবা এস্৫ ও এ৩ পর্য্যায়ক্রমে। এস্৫এর অবগাহন ও সি৫এর পটী।

স্ক্রফলসো ঔষধের নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে চর্ম্মের উপরিস্থ বিবধ স্ফোট অন্তর্হিত হইয়া যায়।

৩ আউন্স জলে ৩০ ফোটা এপি মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থান দিবসের মধ্যে দুইবার করিয়া ধৌত করিয়া অপরাপর ঔষধ ব্যবস্থা করিলে আশু উপকার হয়।

চোঁচফোটা।

৬ আউন্স উষ্ণজলে ২৫ ফোটা রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পীড়িতস্থান আধঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক। তাহার পর চোঁচ সহজে বাহির হইয়া আইসে। এস্ ডাইলিউসন।

জরা বা বৃদ্ধাবস্থা জনিত দৌর্ব্বল্য।

শেষপর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকিবার আশায় অনেকে এদেশে বৃদ্ধাবস্থার প্রারম্ভেই অহিফেন সেবন আরম্ভ করেন। অহি-ফেন সেবনে প্রথম প্রথম কয়েকদিন কিছু উপকার বোধ হয় কিন্তু পরে ভয়ানক কোষ্ঠ কাঠিন্য ও তন্দ্রালুতা, বিমর্ষভাব ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া শরীর নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। যেরূপ অর্থব্যয়ে অহিফেন সেবন হয় তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে

কাউণ্ট ম্যাটি আবিষ্কৃত ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে বৃদ্ধাবস্থাজনিত যাবতীয় রোগ অন্তর্হিত হয়, শরীর শেষ পর্য্যন্ত সবল থাকে, মনে প্রফুল্লভাব উপস্থিত হয়, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয় না।

চিকিৎসা।—সচরাচর প্রাতে ও রাত্রে আহারের পর ৪টী করিয়া এস্‌জি বটিকা সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। রোগীর ধাতু কফজ হইলে উক্ত প্রকারে এল্‌। এস্‌জি বা এল্‌ প্রথম ডাইলিউসন সেবন।

জলনিমজ্জন।

বারম্বার ৮ বা ১০টী করিয়া বটিকা এস্‌ জিহ্বার উপর; চৈতন্য উপস্থিত হইলে এস্‌ প্রঃ ডাঃ বারম্বার। স্নৈহিকস্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুলে ও গ্রীবা পৃষ্ঠের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। প্রথমে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপকার হইলে পরে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

জ্বর।

গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি, দ্রুত নাড়ী স্পন্দন, মলমূত্রাদি নিঃসরণের পরিবর্ত্তন, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, স্নায়ুমণ্ডলের বিশৃঙ্খলা, দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা ইত্যাদি যে প্রায় সর্ব্ব প্রকার জ্বরের লক্ষণ তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সচরাচর সর্ব্ব প্রকার জ্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—যথা অবিরাম ও সবিরাম। যে সকলে জ্বরে মধ্যে আদৌ বিরাম হয় না সেই

সকল জ্বরকে অবিরাম জ্বর কহে। একজ্বর, জ্বরবিকার ইত্যাদি এই শ্রেণীর জ্বরের অন্তর্গত। যে সকল জ্বরের মধ্যে মধ্যে বিরাম উপস্থিত হয় সেই সকল জ্বরকে সবিরাম জ্বর কহে। সচরাচর ম্যালেরিয়াঘটিত জ্বর, কম্পজ্বর, এক দিন বা দুই দিন অন্তর জ্বর এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সর্ব্বপ্রকার জ্বর চিকিৎসায় এফ্ বা এস্ জি সেবন এবং প্লীহা ও যকৃতের উপর এফ্২এর মালিস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সকল ঔষধের কার্য্যকারিতা কুইনাইন, একোনাইট বা আর্সেনিকের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। উক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে কেবল যে জ্বর অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র আরাম হইয়া যায় তাহা নহে, জ্বরের সমস্ত মূল কারণ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্বর হইবার উপক্রম হইলে এককালে ১০টী বটিকা এফ্১ বা এস্জি সেবন করিলে উহা নিবারিত হয়।

চিকিৎসা।—সবিরাম জ্বর। চিকিৎসা বিরামাবস্থায় আরম্ভ করা উচিত। এফ্ প্রথম ডাইলিউসন দিবসের মধ্যে ১০।১২ বার। জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকিলে এফ্ দ্বিতীয় ডাইলিউসন এবং প্লীহা ও যকৃতের উপর এফ্২ মালিস দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার ও ৪ বা ৫টী বটিকা এফ্ বা এস্ জি জিহ্বার উপর দিবসে দুই বার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে। শরীরে রসদোষ লক্ষণ থাকিলে এফ্এর প্রথম বা দ্বিতীয় ডাইলিউসনের সহিত এস্ প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐরূপ রক্তদোষ থাকিলে এফ্এর সহিত এ৩। উদরাময় বা সামান্য

সর্দ্দি থাকিলে কেবল মাত্র এস্‌জি প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ ব্যবহার করিলে চলে। চর্ম্মরোগে যথা বসন্ত, হাম ইত্যাদি এফ ও এস্‌ ক্রমান্বয়ে। জ্বরের সহিত বেশী সর্দ্দি থাকিলে এফ ও পি বা পি৩ ক্রমান্বয়ে। প্রসরের পর প্রসূতির জ্বর হইলে কিম্বা জ্বরের সহিত গাঢ়রসদোষ লক্ষিত হইলে এফ্‌ ও সি ক্রমান্বয়ে।

পুরাতন ও নবজ্বরের চিকিৎসা এক প্রকার। ঔষধ কি বিজ্বর কি সজ্বর সকল অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। নবজ্বরে যদি রোগীর উদরে অধিক মলসঞ্চয় হইয়াছে অথচ শরীর বেশ সবল আছে দেখা যায়, তখন কোন মৃদু বিরেচক (ক্যাষ্টার অয়েল) ব্যবহার করিয়া পরে চিকিৎসা করিলে শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়।

কখন কখন জ্বর কিছুতেই ছাড়িতে চায়না। এইরূপ অবস্থায় রোগের অবস্থানুসারে ৩০হইতে ১০০টী বটিকা এফ্‌ বা ৩০ হইতে ১০০ ফোটা ব্লু ছয় আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া বারম্বার সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হয়।

অবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বর।—চিকিৎসা-এফ্‌১। রসদোষ থাকিলে এস্‌ বা রক্তদোষ থাকিলে এ৩ উহার সহিত ক্রমান্বয়েদ্বিঃ বা তৃঃ ডাঃ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কড়া ও ঘাড়ের উপর পটী রে ও ই ক্রমান্বয়ে অথবা পটী হো প্লীহা ও যকৃতের উপর এফ্‌২এর মালিস দিবসের মধ্যে ৪।৫ বার। ফুস্‌ফুস্‌ ও শ্বাস নলীর পীড়া থাকিলে এফ্‌১এর সহিত পি১ ও গাঢ় রসদোষ থাকিলে এফ্‌১

এর সহিত সি১, নাভির মধ্যস্থলে প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চে পটী রে। ভেদের সহিত রক্ত দেখা দিলে এস্জির সহিত এ১ দ্বিতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে হয়। পেট ফাঁপিলে বা অন্য কোনরূপ অজীর্ণভাব বোধ হইলে ২ বা ৪টী বড়ি এস্১ জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন, এস্জি প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ ও পটী রে উদরের মধ্যস্থলে। পীড়া প্রবল হইলে এস্জির সহিত সি৫এর দ্বিঃ ডাঃ ও যকৃৎ ও প্লীহার উপর মালিস এফ্২ ৩।৪ বার দেওয়া ভাল। কৃমি থাকিলে এস্জি ও ভার্ প্রঃ ডাঃ।

জ্বর আরোগ্য হইবার পর, অরুচি, অসুস্থতা, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এস্জি প্রথম ডাইলিউসন ও আহারের পর ৪টী বটিকা এস্জি সেবন এবং প্লীহা ও উপর যকৃতের এফ্২এর মালিস করিলে শীঘ্র বলাধান হয়।

দাদ।

চিকিৎসা।—এস্ দ্বিঃ ডাঃ। রোগ দুঃসাধ্য হইলে এস্ ও সি অথবা এ ও এস্ পর্য্যায়ক্রমে। সি৫ অথবা এস৫এর অবগাহন। পীড়িত স্থানে এস্৫, সি৫ অথবা এলএর মালিস।

দন্তরোগ।

দন্তশূল বা দাঁত কন্কনানি। যদি এই রোগ স্নায়ুবেদনা বা শ্লেষ্মা নিবন্ধন উপস্থিত হয় তাহা হইলে হোর কুলি করিলে অথবা হো শঙ্খের ও কর্ণের উপর লাগাইলে

আরাম হইয়া যায়। কখন কখন রে অথবা ব্লুর কুলি। পীড়িত স্থান স্ফীত হইলে এস্; রক্তসঞ্চয় লক্ষণ থাকিলে এ। রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে সি। সি৫এর মালিস পীড়িত স্থানের উপর। রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

দাঁতকপাটি।

প্রথমে ই অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে গণ্ডে (গালে) ও গ্রীবাপৃষ্ঠে। যদি উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণ উপকার না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ইলেক্ট্রিসিটি মোহক স্নায়ুর উপর। যদি ইহাতেও উপকার না হয়, তাহা হইলে এস্ ডাইলিসন। সি৫, হোর পটী চোয়ালের উপর। সি৫ ও এলএর অবগাহন।

দুগ্ধস্রাব, অতিরিক্ত।

স্তন্য-পান করাইবার পরও আপনা আপনি স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—সি ও এ২ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা (৫ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত)। সি৫ অথবা হোর অবগাহন। একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫এর বটিকা বা প্রাতে এককালে ২০টী বটিকা। গ্রীবাপৃষ্ঠ ও স্নায়ু-বর্ত্তুলের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

দৌর্ব্বল্য।

এই রোগে জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া আইসে এবং

শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ দৌর্ব্বল্য দেহ যন্ত্রের কার্য্যে কোনরূপ বিশেষ বিশৃঙ্খলা না হইলে উপস্থিত হয় না।

চিকিৎসা।—কখন কখন কেবল মাত্র স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদর গহ্বরের উপর রে প্রয়োগ করিলে স্নায়ুশক্তি বর্দ্ধিত হয়। উক্ত ঔষধে উপকার না হইলে ধাতু অনুসারে এ কিম্বা এস্ প্রঃ ডাঃ। উক্ত ঔষধের বটিকা আহারের সময়। প্রাতে একটী বটিকা এল্। করোটী (মাথার খুলি,) গ্রীবাপৃষ্ঠ, স্নায়ুবর্ত্তুল, মৈহিক স্নায়ু এবং মেরুদণ্ডের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। এস্৫, সি৫, এ২, এলএর অবগাহন। উপপশুকা প্রদেশে এফ্২এর মালিস।

নারাঙ্গা।

পীড়িত স্থান আরক্ত, কঠিন ও স্ফীত হয়। রোগ জন্মাই-বার পূর্ব্বে অসুস্থতা, ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্য, জ্বর, বিবমিষা, শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। রোগ আবির্ভূত হইলে প্রবলজ্বর, কম্প, পিপাসা, বমন, স্নায়বিক উত্তেজনা, প্রলাপ, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ দেখা দেয়। নারাঙ্গা কখন বসিয়া যায়, কখন উহাতে পূয়সঞ্চার হয়, অথবা পীড়িত স্থানের উপরিস্থ চর্ম্ম উঠিয়া যায় এবং কখন বা উহাতে পচন আরম্ভ হয়।

চিকিৎসা।—এস্ অথবা এস্৫ দ্বিঃ ডাঃ অথবা এ৩ ও

এস্ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। পীড়িত স্থানের স্নায়ুর উপর রে অথবা ব্লু।

মুখে প্রবল নারাঙ্গা হইলে গ্রীবাপৃষ্ঠে ও উহার চতুষ্পার্শ্বে রে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এস্এর পটী নারাঙ্গার উপর লাগাইলে সচরাচর শীঘ্র শুভফল পাওয় যায়। রোগ আরম্ভ হইবার সময় গ্রীবাপৃষ্ঠে, চক্ষুগহ্বরের উর্দ্ধে ও নিম্নে এবং স্নৈহিক স্নায়ুতে বারম্বার রে, হো, ব্লু, অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে লাগাইলে উহা নিবারিত হইয়া যায়।

নালী ঘা।

এস্ ডাইলিউসন। পীড়িত স্থানের স্নায়ুর উপর রে। রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে এস্ বা এ৩ ও সি পর্য্যায়ক্রমে। সি৫ বা এলএর অবগাহন। সংস্পৃষ্ট স্থানের স্নায়ুর উপর পর্য্যায়ক্রমে রে, ই। সি৪, সি৫, এল্ অথবা গ্রির পটী বা মালিস।

নিষ্পেষণ।

পতন বা আঘাত নিবন্ধন মস্তকে বা অন্য কোন স্থানে কাল শিরা।

চিকিৎসা।—রে অথবা ব্লুর পটী ও তাহার উপর এস্এর রক্তস্রাব বন্ধ হইলে হোর অথবা এস্এর পটী।

ন্যাবা।

রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া গাত্র পীতবর্ণ হয়, এবং গাঢ় পীত অথবা রক্তবর্ণ ও অল্প মূত্র, শ্বেত অথবা ধূসরবর্ণ মল-ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—এফ্ দ্বিঃ ডাঃ। সি৫এর অবগাহন। উপ-পর্শুকাপ্রদেশের এফ্২এর মালিস। গ্রীবাপৃষ্ঠে ও স্নৈহিকস্নায়ুর উপর ব্লু অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। দিবসে ৩ বার চিনির সহিত ৩ ফোটা করিয়া হো।

পাত্রি।

মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয়, পিত্তকোষ বা পিত্তনালীতে প্রস্তরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উৎপন্ন হইয়া এই রোগ জন্মে।

মূত্রগ্রন্থিশিলা—এই শিলা বা পাত্রি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্করের আকারে প্রস্রাবের সহিত বিনির্গত হইয়া যায়। পরে কষ্টকর প্রস্রাব, কটিদেশে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত একখানি ধূসর অথবা পাটলবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দেখা দেয়।

ব্যায়ামাভাব, অধিকক্ষণ শয্যায় শয়ন, মূত্রযন্ত্রের গঠন দোষনিবন্ধন এককালে ভাল করিয়া প্রস্রাব না হওয়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে।

উপসর্গ।—পীড়িত পার্শ্বের কটি, মূত্রাশয়, বঙ্ক্ষ ও উরু-দেশে ছুরিকাবিদ্ধবৎ তীব্র যন্ত্রণা, বিবমিষা, পিত্তবমন, অনিদ্রা, অস্থিরতা, প্রলাপ বা আক্ষেপ ; কষ্টকর প্রস্রাব।

সচরাচর ২০ বা ৩০ দিন চিকিৎসার পর প্রস্তর বিগলিত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়া যায়। কোন কোন স্থলে উক্ত প্রকারে বহিষ্কৃত হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে।

চিকিৎসা।—এস্ বা এস্৫ অথবা এস্ ও এ৩ পর্য্যায়ক্রমে প্রঃ বা দ্বিঃ ডাঃ। এস্৫ ও সি৫এর অবগাহন। আহারকালে ৫টী বটিকা এস্। ত্রিকাস্থি, বস্তি ও বিটপদেশে হোর পটী। স্নায়ুবর্ত্তুল, গ্রীবাপৃষ্ঠ, উদরগহ্বর ও মূত্রগ্রন্থির উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। উপপর্শুকা প্রদেশে এফ্২ এর মালিস।

পুড়িয়া যাওয়া।

এস্এর পটী লাগাইলেই উপকার হয়। এস্ ডাইলিউসন ও হোর পটী।

পুড়িয়া যাইবার পরই রে অথবা হোর পটী দগ্ধস্থানের উপর লাগাইয়া উক্ত পটীর উপর একটী বৃহৎ এস্এর পটী লাগান আবশ্যক। পুড়িয়া ঘা হইলে ব্লুর পটী লাগান আবশ্যক।

প্রদর।

যোনি হইতে ঈষৎ শ্বেত, পীত, ধূসর অথবা রক্তবর্ণ, গাঢ়

অথবা জলবৎ এবং দুর্গন্ধ অথবা গন্ধহীন ধাতুস্রাব উপস্থিত হয়। পাণ্ডুবর্ণ মুখ, পাকাশয়ে বেদনা, কষ্টকর পরিপাক, উঠিয়া চলিতে গেলে হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকৃচ্ছ্র, অনিয়মিত বা অবরুদ্ধ ঋতু, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

চিকিৎসা।—সি প্রঃ, দ্বিঃ বা তৃঃ ডাঃ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সি ও এস অথবা এ৩ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে এ২ ও সি৫ পর্য্যায়ক্রমে; একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সির বটিকা। সি৫এর পিচকারী ও এস্৫এর অবগাহন। উপরিউক্ত চিকিৎসায় উপকার না হইলে উদরে ক্রমি থাকিবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে ৮ বা ১০টী বটিকা ভার্ প্রাতে ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে এবং ভার্ ও সি দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে।

প্রসব।

স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে সন্তান প্রসব করিবার জন্য অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রসূতির এস ডাইলিউসন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে সি৫এর পিচকারী (১৫টী বটিকা ৮ আউন্স জলে) বা প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া। এককালে ১০টী বটিকা এস্, সি দ্বিঃ ডাঃ অথবা একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫এর বটিকা এবং ত্রিকাস্থির উপর হো ব্যবস্থা করিলে কষ্টকর প্রসব বেদনা দূরীভূত হয় ও শীঘ্র সন্তান প্রসব হয়। সি৫এর অবগাহন (৫০টী বটিকা এক টব জলে)।

প্লীহা রোগ।

এই রোগে দৌর্ব্বল্য, বাম উপপর্শুকাদেশ হইতে বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা, পঞ্জরের নিকট কষ্টকর শোথ, অরুচি, পিপাসা, বিবমিষা বা বমন, কখন কখন প্রলাপ, শ্বাসরোধ ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়।

চিকিৎসা।—এফ্ ও এস্ বা এ৩ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা ৪টী করিয়া। প্রতিঘণ্টায় একটী করিয়া সি৫এর বটিকা। দিবসে ৩ বার চিনির সহিত ৩ ফোটা করিয়া হো। সি৫ অথবা হোর অবগাহন। উপ-পর্শুকাপ্রদেশে এফ্২এর মালিস। শ্লৈহিকস্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও উদরগহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

ফুলা।

চর্ম্মের নিম্নে রক্তাম্বুসঞ্চার।

লক্ষণ—স্ফীত, পাণ্ডুবর্ণ ও বেদনাহীন চর্ম্ম, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় পিপাসা। পরে উদরাময় ও মূত্রাল্পতা বা মূত্রাভাব। শোথ, জ্বর, হৃদ্রোগ, প্রস্রাবদোষ ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসাকালে পীড়িত যন্ত্র ও রোগের কারণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। ঔষধ সচরাচর তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় ডাইলিউসনে ব্যবস্থা করা উচিত।

চিকিৎসা।—গ্রীবাপৃষ্ঠ, শ্লৈহিক স্নায়ু ও স্নায়ুবর্ত্তুলের উপর

ইলেক্ট্রিসিটি,উপপর্শুকা প্রদেশে এফ্২এর ও সি৫এর মালিস। এফ্, এস্, সি, সি২, এ দ্বিঃ ডাঃ। সর্ব্বপ্রকার কঠিন শোথ রোগে এ২, সি৫, ও এস্৫, এস্ অথবা এলএর অবগাহন ব্যবস্থা করা উচিত।

জরায়ু শোথ হইলে সি২ তৃঃ ডাঃ ও সি৫এর পটী।

উদরী হইলে এফ্, সি২ তৃঃ ডাঃ। উপপর্শুকা প্রদেশে এফ্২এর মালিস বা পটী। স্নায়ুবর্ত্তুল, সৈহিক স্নায়ু ও গ্রীবা-পৃষ্ঠের উপর হো। এস্৫এর মালিস।

হৃদয়ে শোথ হইলে এ২ তৃঃ ডাঃ কয়েকবার। এ২ ও এস্ তৃঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। এ৩এর মালিস বা পটী ও ব্লু হৃদয়ে।

বসন্ত।

এই রোগে জ্বর, ক্লান্তি, মূত্রাশয়ে ও উরুমূলে বেদনা, শিরোবেদনা, বিবমিষা, বমন, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা, প্রলাপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। তৃতীয় দিবসে স্ফোটক বাহির হয়। স্ফোটক প্রথমে কঠিন থাকে, পরে রসপূর্ণ হয়। এই রস প্রথমে স্বচ্ছ থাকে কিন্তু পরে ঘনীভূত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। রোগ আরোগ্য হইয়া গেলে গাত্রে ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়।

চিকিৎসা—এফ্ ও এস্ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ও উপ-পর্শুকাদেশে এফ্২এর মালিস। শরীরে উপদংশ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভেন্ সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগ করা উচিত। চক্ষু-

দোষ ঘটিলে এ আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ ও ভেন্ পর্য্যায়-ক্রমে। এস্ ও ভেন্ পর্য্যায়ক্রমে ও এ১, হো বা ব্লুর পটী। চক্ষুতে রক্তস্রাব থাকিলে এ বা এ৩, সমস্ত মস্তকে এ৩ ও সি৫এর মালিস। সি৫এর অবগাহন। গ্রীবাপৃষ্ঠ, স্নৈহিক স্নায়ু এবং মস্তকের সমস্ত স্নায়ুর উপর (চিত্র দেখ) ব্লু।

বাত।

এই রোগে বেদনা একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করে। ইহা রক্ত দূষিত হইয়া উৎপন্ন হয়। কখন কখন রোগীর শরীরে এক প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়। যতদিন এই চর্ম্মরোগ থাকে ততদিন বাত অনুভূত হয় না। কিন্তু এই রোগটী তিরোহিত হইলেই বাত পুনরায় দেখা দেয়।

চিকিৎসা।—এস্ ও এফ্ দ্বিঃ ডাঃ এবং আহারান্তে এক বেলা ৫টী বটিকা এস ও অপর বেলা ৫টী করিয়া বটিকা এফ্ জিহ্বার উপর। এস্, সি৫, এস্৫, এ২ বা হোর অবগাহন। সন্ধি ও বেদনাযুক্ত স্থানে গ্রির পটী।

বিস্তারিত চিকিৎসা ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ ভক্ষণ।

যদি হঠাৎ কোন দৈব কারণে বা আয়োডাইন, পারদ ইত্যাদি এলোপ্যাথি ঔষধ সেবনে শরীরের মধ্যে বিষ সঞ্চার হয় তাহা হইলে এস্ প্রঃ ডাঃ বা শুষ্ক বটিকা ব্যবহার করিতে

হয়। যদি শীঘ্র শীঘ্র বিষসঞ্চার হয় তাহা হইলে এককালে ২০টী বটিকা এস্১। যদি বিষ অল্পে সঞ্চার হয় এবং রক্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে প্রথমে এককালে ২০টী বটিকা এস্১, সি১ প্রঃ ডাঃ এবং একটী করিয়া বটিকা সি৫ প্রতি ঘণ্টায়। বিষাক্ত কন্দলিকা বা অন্য কোন বিষাক্ত খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করিলে যদি রোগীর বমন আরম্ভ না হয় তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ জলে এস্ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বমন আরম্ভ হয়।

বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ ও বিষাক্ত দ্রব্য জনিত উপসর্গে এস্ প্রঃ ডাঃ ও একটী করিয়া বটিকা সি৫ এক ঘণ্টা অন্তর। এস্২, এ২ ও সি৫ এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে। রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে অথবা হো উদরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে, স্নায়ুবর্ত্তুলে, উদর গহ্বরে ও গ্রীবাপৃষ্ঠে।

বুকজ্বালা।

কষ্টহীন বা কষ্টযুক্ত বুকজ্বালা।

চিকিৎসা।—সি৫ ডাইলিউসন অথবা এস ও এ পর্য্যায়-ক্রমে। সি৫এর অবগাহন। সি৫এর মালিস। উদরগহ্বরে হো অথবা ব্লুর পটী। গ্রীবাপৃষ্ঠে ও মোহকস্নায়ুর উপর ই।

বাধকবেদনা।

স্ত্রীলোকের কষ্টকর রজঃস্রাব।

চিকিৎসা।—সচরাচর ২টী বটিকা সি সেবন করিলে বেদনা

দূরীভূত হয়। রোগ দুঃসাধ্য হইলে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ২টী করিয়া সির বটিকা সেবন বিধি। এস্. সি ও এ২ পর্য্যায়ক্রমে। জরায়ু ও অণ্ডাধারপ্রদেশের উপর সি৫এর মালিস বা হো।

বেদনা।

শরীরে উপদংশদোষ থাকিলে রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

যকৃতের দোষ থাকিলে দক্ষিণপার্শ্বে মেরুদণ্ড ও স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়।

হৃদয়রোগ থাকিলে সচরাচর বামদিকে বেদনা অনুভূত হয় এবং হৃৎস্পন্দন ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে বেদনাচিকিৎসায় উপসর্গ দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

বেদনা উপস্থিত হইলে হো (মস্তকে হইলে) অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে (অন্যান্য স্থানে হইলে) ব্যবহার করিলে উপকার হয়। সর্ব্বপ্রকার বেদনাচিকিৎসায় প্রথমে ইলেক্ট্রিসিটির পটী বা কপিং ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে রে তাহার পর হো তাহার পর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। বেদনাযুক্ত স্থানের উপর সি৫, এ বা এফ্২এর মালিস বা অবগাহন। কেবল মাত্র বাহ্য প্রয়োগে আশানুরূপ উপকার না হইলে বাহ্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ স্থলে সচরাচর ডাইলিউসন এস্. এ ও সি৫ বা এফ্ ব্যবহার করিলেই চলে।

ব্রণ।

নাসিকা, গণ্ডস্থল (গাল) ও পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় রসগুটিকা উৎপন্ন হয় এবং রোগ আরোগ্য হইয়া গেলে কৃষ্ণ-বর্ণ চিহ্ন থাকিয়া যায়।

চিকিৎসা।—এস্ বা এস্ ও এ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। এস্ অথবা সি৫এর অবগাহন। সি৫এর পটী। এপির পটী (৬ আউন্স জলে ৪ ড্রাম এপি)।

রোগ উপদংশজনিত হইলে ভেন অথবা ভেন ও সি৫ পর্য্যায়ক্রমে। এ৩এর অবগাহন অথবা পর্য্যায়ক্রমে ভেন্, সি৫ ও এ৩এর অবগাহন।

মক্ষিকাদংশন।

মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদি কামড়ান।

সি ও এফ্ অথবা এস্ ও এফ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। সি৫, রে, হো অথবা রুর পটী। এল্ অথবা এস্এর পটী ও মালিস।

মচ্‌কান।

এস্ ডাইলিউসন। রু অথবা গ্রির পটী বারম্বার।

মত্ততা।

মদ, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন জনিত মত্ততা।

এককালে ১০টী বটিকা এস্ জিহ্বার উপর। উপশম না হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় ১০টী বটিকা এস্। এস্ প্রঃ ডাঃ বারম্বার। উদর গহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

মাথাব্যথা।

৩ আউন্স জলে ১০ বা ২০ ফোটা হো মিশ্রিত করিয়া উক্ত জল দিয়া সমস্ত মস্তক ধৌত করা উচিত। কখন কখন রে ও ই বা ব্লু প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়।

যদি বেদনা প্রথমে স্থগিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে এস্ অল্পমাত্রায় এফ্এর সহিত পর্য্যায়ক্রমে। প্লীহা ও যকৃতের উপর এফ্২এর মালিস। এল্ অথবা এস্৫এর অবগাহন।

যদি রক্তসঞ্চয় নিবন্ধন মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে এ৩ অল্প মাত্রায় ও ব্লু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্রে।

• যদি কোনরূপ জরায়ুর পীড়া বা প্রদর রোগ হইতে মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সি অল্পমাত্রায় অর্থাৎ দ্বিঃ বা তৃঃ ডাইলিউসন। সমস্ত মস্তকের উপর সি৫এর মালিস। সি৫এর অবগাহন; প্রতি ঘণ্টায় একটী করিয়া বটিকা সি৫।

সর্ব্বপ্রকার মস্তকের সাময়িক স্নায়ুশূল রোগে এফ্ দ্বিঃ ডাঃ। উপপর্শুকাপ্রদেশে এফ্২ অথবা সি৫এর মালিস।

মুখক্ষত।

এই রোগে ওষ্ঠাধরের, মুখের ও অন্ননলীর ভিতরে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ ক্ষত উপস্থিত হয়, শরীরে অসুখ বোধ হয়, এবং উত্তাপ, মুখে বেদনা, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে কতকগুলি ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয়। উক্ত ফুসকুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ক্ষত উপস্থিত হয়। এই ক্ষতগুলি শীঘ্র পূরিয়া আসে না।

চিকিৎসা।—এস্ ও সি ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে। কখন কখন এ২ ও সি৫ পর্য্যায়ক্রমে। সি৫, এলএর অবগাহন। সি৫, এ২, এস্এর কুলি (১০ বা ১৫টী বটিকা ৬ আউন্স জলে।)

মুখে বিজাতীয় গন্ধ।

এস্ ডাইলিউসন অথবা রে ও হোর কুলি। কড়া ও উদর গহ্বরের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। সি৫এর অবগাহন। উদরগহ্বরে সি৫এর মালিস।

মূর্চ্ছা।

১০ বা ২০টী বটিকা এস্। উদর গহ্বর, স্নৈহিকস্নায়ু, গ্রীবাপৃষ্ঠ ও স্নায়ুবর্ত্তুলের উপর রে।

মেহ।

গরমি দেখ।

যকৃৎ রোগ।

উপসর্গঃ—যকৃতে বেদনা, ভারবোধ, বুকাস্থির নিম্নে কাঠিন,

বিস্তারবিশিষ্ট ও নিম্নভাগে ত্রিকোণাকৃতি অর্ব্বুদ ও বিকৃত পিত্তক্ষরণ। পরিপাক কষ্টকর ও অসম্পূর্ণ, মল অল্প, মলের বর্ণ বৈলক্ষণ্য, কখন ধূসর বা কৃষ্টবর্ণ, কঠিন বা কোমল। গাত্র প্রায়ই পীতবর্ণ হয়, দেহের আয়তন ও শক্তি কমিয়া আইসে; সচরাচর এই সকল উপসর্গ প্রকাশ হইবার অনেক দিন পরে দ্রুত নাড়ীস্পন্দন, ক্ষয়জ্বর ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে ঘর্ম্ম নিঃসরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন উদরী এবং কখন বা অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটে।

এ বা এস্১ ও এফ দ্বিঃ বা তৃঃ ডাঃ। দিবসে ৩বার এফ্২এর মালিস উপপর্শুকাপ্রদেশে। যদি শীঘ্র উপকার না হয় সি১ অথবা অন্যান্য ক্যান্‌সারসো শ্রেণীস্থ ঔষধ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত। উপপর্শুকাপ্রদেশে সি৫এর অথবা এফ্২এর মালিস। শ্লৈহিক স্নায়ু, উদরগহ্বর, গ্রীবাপৃষ্ঠ ও স্নায়ু বর্ত্তুলের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। হো তিন ফোটা চিনির সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে।

রজোবন্ধ।

শ্লেষ্মা নিবন্ধন রজোবন্ধ। এই রোগে রজঃস্রাব বন্ধ হয় বা কমিয়া যায়।

চিকিৎসা।—সি২ ও এ২ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। সি৫ অথবা এ৩এর অবগাহন, পটী বা মালিস। ত্রিকাস্থি ও সমস্ত মেরুদণ্ডের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। হৃদয়ে ব্লু।

রক্তহীনতা।

রক্তহীনতা অর্থাৎ শরীরে রক্ত কমিয়া যাওয়া।

এই রোগে বর্ণ পাণ্ডু, মাংস শিথিল ও নাড়ী দুর্ব্বল হয় এবং সামান্য পরিশ্রমে প্রবল হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হয়। স্ত্রী-লোকের এই রোগ হইলে সচরাচর প্রদর রোগ দেখা দেয়।

চিকিৎসা।—রস প্রধান ধাতু এস্ ডাঃ ও বটিকা আহারের সময়। পর্য্যায়ক্রমে এল্ ও এ৩এর অবগাহন, স্নায়ুবর্ত্তুল, উদরগহ্বর, স্নৈহিক স্নায়ু, গ্রীবাপৃষ্ঠ ও উদরস্থ স্নৈহিক স্নায়ু-কেন্দ্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে রে ও ই।

রক্ত প্রধান ধাতু—এ ও এল্ কিম্বা এস্ পর্য্যায়ক্রমে। উক্ত ঔষধ আহারের সময়। এ৩এর অবগাহন। হৃদয়ে এ২এর মালিস ও ব্লু।

স্ত্রীলোকের রক্তহীনতা রোগের সহিত প্রদর দেখা দিলে এ ও সি দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ও প্রতি ঘণ্টায় একটি করিয়া বটিকা সি৫। এ৩ ও সি৫এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে। প্লীহা ও যকৃতের উপর এফ্২এর মালিস। সি বা সি৫ ও এ৩এর পিচকারি।

রক্তস্রাব।

আঘাত বা অন্য কোন কারণে রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাব দ্বিবিধ, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে বহি-

দেশে রক্তপাত হয় না—শরীরের ভিতর রক্তপাত হয়। মৃগী রোগ আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—এ ও এস্ বা সি দ্বিঃ ডাঃ বারম্বার। এ৩এর পটী, ব্লু, অথবা হো।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে—এ দ্বিঃ ডাঃ বা এ২ দ্বিঃ ডাঃ বারম্বার, হৃদয়ে এ কিম্বা এ২এর মালিস। এ৩এর মালিস, পটী ও অবগাহন। সি৫এর অবগাহন, উপপর্শুকা প্রদেশে এফ্২এর মালিস।

লালানিঃসরণ।

এই রোগে মুখ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়। ইহা ক্রিমি অথবা পারদ ঘটিত ঔষধ সেবনে উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—রোগ শিশুর হইলে ভার্এর দ্বিঃ ডাঃ। প্রাতে ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ৩টী বটীকা ভার্এর সহিত ৩ ফোটা ই। উপপর্শুকাপ্রদেশে সি৫এর পটী বা মালিস।

রোগ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হইলে—এস্ ও ভেন্ ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে। হোর কুর্শ।

শিরোঘূর্ণন।

চিকিৎসা।—এস্ অথবা এ এবং কখন এফ্। গর্ভস্রাব

হইবার পর শিরোঘূর্নি উপস্থিত হইলে সি ব্রিঃ ডাঃ। উপপর্শু-কাপ্রদেশে এফ্‌২ বা সি৫এর মালিস। হৃদয়ে র্‌।

শুক্রক্ষরণ।

অনিচ্ছাপ্রবৃত্ত শুক্রক্ষরণ ও হস্তমৈথুন। কখন কখন কৃমি-নিবন্ধন এই রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—এস্‌ ও সি অথবা তার পর্য্যায়ক্রমে। গ্রীবা-পৃষ্ঠ, স্নৈহিকস্নায়ু ও ত্রিকাস্থির উপর রে, অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর একটি করিয়া সি৫এর বটিকা সেবন। গ্রীবাপৃষ্ঠের উপর হো। এস্‌৫এর অবগাহন; চিনির সহিত ৩ ফোটা ই। মূত্রগ্রন্থি ও মেরুদণ্ডের উপর এস্‌৫এর মালিস। প্রাতে একটী করিয়া শুষ্ক বটিকা এল্‌।

শূলবেদনা।

সমস্ত উদরে বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। বিকৃত মুখশ্রী, হস্ত ও পদের শীতলতা, প্রচুর ঘর্ম্মনিঃসরণ, বায়ুনিঃসরণে উপশম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—২০টী বটিকা এস্‌ এককালে ও এস্‌ ডাইলি-উসন বারম্বার। প্রতিঘণ্টায় একটী করিয়া এস্‌এর বটিকা। উদরগহ্বরে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। উদরগহ্বরে সি৫এর মালিস। ১০টী বটিকা সি৫ এককালে ও সি৫ ডাইলিউসন বারম্বার। উদরগহ্বরে এফ্‌২এর মালিস ও পটী।

শ্বাসরোধ।

কষ্টকর শ্বাস ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় এবং কিছুতেই চৈতন্যের উদ্রেক হয় না। জলপ্রবেশ, পতন, বজ্রাঘাত, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—এস্ ডাইলিউসন বারম্বার ; এককালে ২০টী বটিকা এস্ অথবা এ জিহ্বার উপর। স্নৈহিকস্নায়ু, স্নায়ুবর্ত্তুল ও গ্রীবাপৃষ্ঠের উপর রেও ই পর্য্যায়ক্রমে। সি৫এর অবগাহন। উদরগহ্বরে এবং সমস্ত মস্তকের উপর সি৫এর মালিস। হৃদয়ে এ২এর মালিস।

জলমগ্ন হইবার পর শ্বাসরোধ উপস্থিত হইলে—চিকিৎসা পূর্ব্বের ন্যায়।

সর্দ্দি।

পি দ্বিঃ ডাঃ। রে অথবা ব্লুর কুলি। গ্রীবাপৃষ্ঠে এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হাইপোগ্লসিসে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। সি৫এর অবগাহন। রোগ দুঃসাধ্য হইলে পি ও এস্ অথবা পি ও সি৫ পর্য্যায়ক্রমে।

সর্দ্দিগরমি।

এস্ ডাইলিউসন ও এ৩ প্রঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫এর বটিকা। সি৫এর অবগাহন।

সমস্ত মস্তকে সিৎএর মালিস। হোর পটি। গ্রীবাপৃষ্ঠে, সৈহিকস্নায়ুতে, চক্ষুগহ্বরের উর্দ্ধ ও নিম্ন দেশে, ললাটে ও শঙ্খে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

স্নায়ুশূল।

এস্ কিম্বা এ প্রঃ ডাঃ। সিৎ, হো বা এস্এর অবগাহন। সিৎ ও এস্এর পটী ও মালিস পর্য্যায়ক্রমে। উপপর্শুকা-প্রদেশে এফ্২এর মালিস। গ্রীবাপৃষ্ঠ, সৈহিকস্নায়ু ও মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। এফ্ডাইলি-উসন।

স্ফোটক।

গভীর ফোড়া। আভ্যন্তরিক কারণে শরীরের কোন স্থানে গর্ত্ত হইয়া তথায় পূয়সঞ্চার হইলে স্ফোটক হয়। আঙ্গুলহাড়া, দগ্ধব্রণ, আঞ্জিনা ইত্যাদি স্ফোটক।

স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় অনেক স্থলে রোগীর দেহে কম্প, জ্বর, অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পূয় গাঢ় ও হরিদ্রাভ পীত বর্ণ হয়। শরীরের সকল স্থানেই স্ফোটক হইতে পারে।

চিকিৎসা।—রসপ্রধান ধাতু —এস্ ও সি বা এল্ পর্য্যায়-

ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা। সি৫ ও এস৫এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে। পীড়িত স্থানে সি৫এর মালিস। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে এস৫ বা সি৫এর মালিস। স্নৈহিক স্নায়ু ও পীড়িত স্থানের স্নায়ুর উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

রক্তপ্রধান ধাতু—এস ও সি পর্য্যায়ক্রমে অথবা রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে এ ও সি পর্য্যায়ক্রমে। এ৩ ও সি৫এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে। উক্ত ঔষধের পটী বা মালিস। রে অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

স্ফোটকাণু।

ফোড়া। ফোড়া কখন বসিয়া যায় এবং কখন বা পাকিয়া উঠে।

চিকিৎসা।—এস ও এ পর্য্যায়ক্রমে। আহারের সময় উক্ত ঔষধের বটিকা। সি৫ ও এ২ অথবা এস৫এর অবগাহন পর্য্যায়ক্রমে অথবা এল.এর অবগাহন। সি৫এর পটী গ্রীবাপৃষ্ঠে, স্নৈহিকস্নায়ুতে ও পীড়িত স্থানের স্নায়ুর উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

অক্ষিপুটের উপর স্ফোটকাণু হইলে ডাইলিউসন এ ও এস্ পর্য্যায়ক্রমে। এ২ ও সি৫এর পটী পর্য্যায়ক্রমে। পীড়িত স্থানে রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে।

স্বপ্নদোষ।

এস্ ও এ অথবা এ৩ দ্বিঃ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে। এল্ অথবা সি৫এর অবগাহন। উপপর্শুকাদেশে এফ্২এর মালিস। চিনির সহিত কয়েক ফোটা ব্লু। ছয়টী প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্রের উপর রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। বস্তি, ত্রিকাস্থি ও বিটপদেশে হো।

স্বরলোপ।

এই রোগে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বরলোপ উপস্থিত হয়। এই রোগটী কণ্ঠনলীপ্রদাহ ইত্যাদি রোগের উপসর্গস্বরূপ। কৃমি, গর্ভসঞ্চার, শীতলতা, চর্ম্মরোগ, অবরুদ্ধ রক্তস্রাব এবং অন্তর্নিহিত উপদংশবিষ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। অবরুদ্ধ চর্ম্মরোগ বা রক্তস্রাব নিবন্ধন এই রোগ জন্মিলে উহা সহজেই আরাম করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—গ্রীবাপৃষ্ঠে, স্নৈহিকস্নায়ুতে, স্নায়ুবর্ত্তুলে ও বিশেষতঃ উদরগহ্বরে রে। উদরগহ্বরে ও হাইপোগ্ন-সিসে ব্লু অথবা রে ও ই পর্য্যায়ক্রমে। ডম্ক্রিম, এস্, এ২ অথবা হোর কুলি। সি৫ ও এ২এর অবগাহন

পর্য্যায়ক্রমে। এ ও এস্ ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে অথবা ডস্-ফিন ডাইলিউসন।

হাড় সরিয়া যাওয়া।

রোগীর ধাতু দেখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।—এ অথবা এস্ ডাইলিউসন। রে অথবা ব্লু। রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে সি ডাইলিউসন। সি৫ অথবা লিনের অবগাহন।

হিক্কা।

বুকাস্থির স্নায়বিক সংকোচ ও উদরাধ্মান বা পেট ফাঁপা। কখন কখন উদরগহ্বরে একবার মাত্র রে প্রয়োগ করিলে রোগ আরাম হইয়া যায়। রোগ দুঃসাধ্য বোধ হইলে এস্ অথবা সি৫ দ্বিঃ ডাঃ। পাকাশয়ের উপর হোর পটী। ৮ বা ১০টী বটিকা এস্ এককালে সেবন করিলে রোগ আরাম হইয়া যায়।

সহজে ইলেক্ট্রিসিটি ও বটিকার বাহ্যপ্রয়োগ স্থান নির্ণয় করিবার জন্য ৩টী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম চিত্র।

দ্বিতীয় চিত্র।

ক্ষুদ্র হাইপোগ্লসিস
গ্রীবা পৃষ্ঠ
স্নৈহিক স্নায়ু
শঙ্খ (রগ)
কর্ণ পার্শ্বস্থিত ক্ষুঃ হাঃ
কর্ণের নিম্নদেশ
বৃহৎ হাইপোগ্লসিস্
কটিস্নায়ু
কটিস্নায়ু
কটিস্নায়ু
কটিস্নায়ু
পদতল গহ্বর

তৃতীয় চিত্র।

ছয়টী প্রধান স্থান।

গ্রীবাপৃষ্ঠ	শ্লৈহিক স্নায়ু	স্নায়ু বর্ত্তুল	উদর গহ্বর
*	* * *	*	*
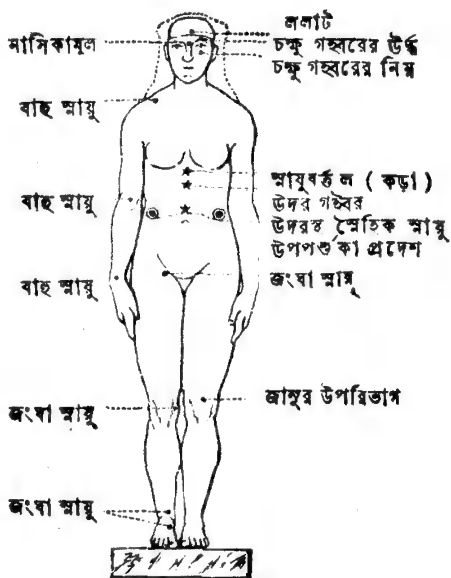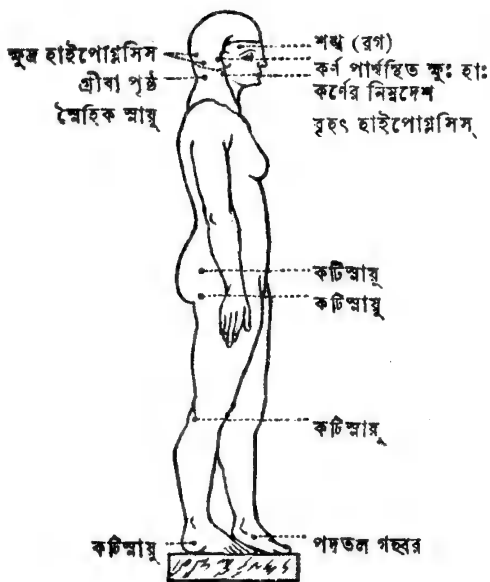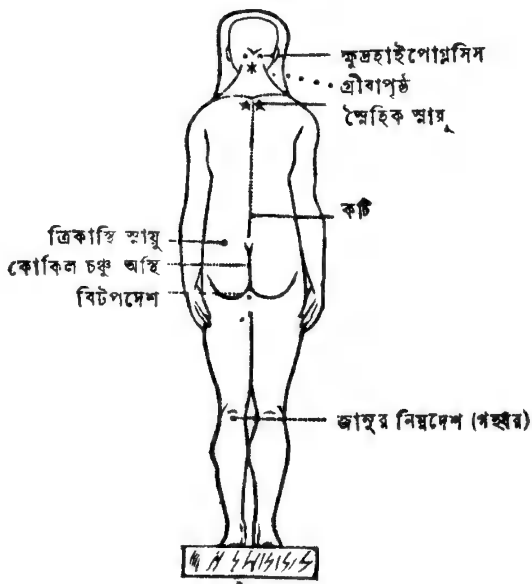
রেড্ ইলেক্ট্রিসিটি সংযোজক অর্থাৎ ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইয়েলো ইলেক্ট্রিসিটি বিয়োজক অর্থাৎ ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের শক্তি কমিয়া যায়। আমাদের দেহের অর্দ্ধাংশ সংযোজক ও অর্দ্ধাংশ বিয়োজক। পীড়িত সংযোজক অংশে বিয়োজক অর্থাৎ ইয়েলো ইলেক্ট্রিসিটি ও পীড়িত বিয়োজক অংশে সংযোজক অর্থাৎ রেড্ ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করিলে উপকার হয়। আমাদের দেহের কোন্ কোন্ অংশ সংযোজক ও কোন্ কোন্ অংশ বিয়োজক তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সংযোজক।

মস্তক, মুখ ও গ্রীবার বামার্দ্ধ ; পদ ও বাহুর
উপরিভাগ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যস্থল
হইতে বাহুর উর্দ্ধ প্রান্ত পর্য্যন্ত
একটী সরল রেখা টানিলে যে যে
স্থান স্পৃষ্ট হয় তাহার উপরি-
ভাগ ; দেহ কাণ্ডের (গ্রীবা-
দেশ হইতে জননেন্দ্রিয়
পর্য্যন্ত সমস্ত অংশের)
বামার্দ্ধ।

বিয়োজক।

মস্তক, মুখ ও গ্রীবার দক্ষিণার্দ্ধ; পদ ও
বাহুর নিম্ন ভাগ (অর্থাৎবৃদ্ধাঙ্গু-
লির মধ্য স্থল হইতে বাহুর
ঊর্দ্ধ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী
সরল রেখা টানিলে
যে স্থান পৃষ্ঠ হয়
তাহার নিম্ন
ভাগ)।
দেহকাণ্ডের দক্ষিণার্দ্ধ।

সংযোজক বিয়োজক।

মানবদেহকে লম্বভাবে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিলে
যে একটী সরল রেখা পড়ে, সেই সরল রেখা স্পৃষ্ট
স্থান, সংযোজক ও বিয়োজক।

(সংযোজক-বিয়োজক অংশে ইলেক্ট্রিসিটি লাগাইতে
হইলে পর্য্যায়ক্রমে ই ও রে ব্যবস্থা করা উচিত)।

পীড়িত স্থান	ইলেক্ট্রিসিটি প্রয়োগ-স্থান।
সমস্ত শরীর ...	...গ্রীবাপৃষ্ঠ, মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধপ্রান্ত মেরুদণ্ড, পঞ্জর ও পদতল।

মস্তকের দক্ষিণ ভাগ ...	কপালের দক্ষিণ ভাগ, দক্ষিণ চক্ষুগহ্বরের ঊর্দ্ধ, নিম্ন ও নাসিকামূল।
মস্তকের বাম ভাগ ...	বামভাগের উক্ত অংশ।
জিহ্বা	কণ্ঠ ও গ্রীবাপৃষ্ঠ।
চক্ষুদ্বয়	গ্রীবাপৃষ্ঠ, মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধপ্রান্ত, উভয় চক্ষুগহ্বরের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন।
নাসিকা	নাসিকামূল, উভয় চক্ষু গহ্বরের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন।
কর্ণ	কর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাংসপেশী ও কর্ণমূল।
বাহু	চিত্র প্রদর্শিত বাহুর তিনটী চিহ্নের উপর।
পদ	চিত্রপ্রদর্শিত পদের তিনটী চিহ্ন, ত্রিকাস্থি, মেরুদণ্ড ও পদতল গহ্বর।
মূত্রাশয়, জরায়ু ও নিকটবর্ত্তী স্থান... ...	ত্রিকাস্থি, বস্তি, বিটপদেশ, মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধপ্রান্ত (সৈহিক স্নায়ুর উপর)।

দুরূহ শব্দের অর্থের তালিকা।

অক্ষিপুট (Eye-lid)—চোকের পাতা বা ঢাকুনি।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)—এই যন্ত্র দিয়া দেখিলে ছোট জিনিষ বড় দেখায়।

অণ্ডাধার (Ovary)—অণ্ডাধার দুইটী। ইহাদের আকৃতি ডিম্বের ন্যায়, কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ইঞ্চি। ইহারা জরায়ুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। জরায়ু হইতে দুইটী নল আসিয়া দুইটী অণ্ডাধারের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নল দুইটাকে Fallopain Tubes বা ফ্যালোপিয়াখ্য নল বলে। সন্তান উৎপাদনের মূল কারণ অণ্ডাধারে নিহিত থাকে।

অণ্ডলাল (Albumen)—একটী হাঁসের ডিম ভাঙ্গিলে লালার ন্যায় এক প্রকার সাদা জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে অণ্ডলাল বলে। মানব দেহে ও অন্যান্য পদার্থেও এইরূপ একটী লালার ন্যায় সাদা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও অণ্ডলাল বলে।

অন্ত্র (Intestines)—নাড়ীভুঁড়ি। পাকাশয়ের নিম্ন মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০।২৫ হাত। অন্ত্র দুইটী; যথা, বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত; দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র, শূন্যান্ত্র ও জড়িতান্ত্র। বৃহদন্ত্র—স্থূলান্ত্র অন্ধান্ত্র, ও সরলান্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত।

অনিচ্ছাপ্রবৃত্ত (Involuntary)—যাহা আপনা আপনি হয় অর্থাৎ যাহাতে রোগীর কোনরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছার আবশ্যকতা হয় না।

অনৈক্য (Discord)—অমিল, মিল না থাকা।

অন্ত্রাবরণ ঝিল্লী (Periotoneum)—উদরের ভিতর দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী।

অন্ধান্ত্র (Cœcum)—অন্ত্র দেখ।

অন্ননালী (Œsophagus) এই নলী জিহ্বার পশ্চাদ্বর্ত্তী গল-কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাকাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নলী দিয়া খাদ্য-দ্রব্য উদরস্থ হয়।

অমিশ্র (Pure, simple)—যাহার সহিত অন্য কোন জিনিষ মিশ্রিত হয় নাই, খাঁটী।

অর্ব্বুদ (Tumour)—আব, আবের ন্যায় ফোড়া।

অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia)—শরীরের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত বা এক পাশ পড়িয়া যওয়া।

অবগাহন (Bath)—স্নান, শরীরের অংশ বিশেষ জলমধ্যে প্রবিষ্ট করা।

অবরুদ্ধ (Choked)—আট্‌কান।

অশ্রু (Tears)—চোখের জল।

অশ্রু গ্রন্থি (Lachrymal gland)—এই গ্রন্থি হইতে অশ্রু নির্গত হয়।

অস্থি (Bone)—হাড়।

অস্থিবেষ্টন (Periosteum)—যে ঝিল্লী অস্থি বেষ্টন করিয়া থাকে।

আকুঞ্চন (Contraction)—কুঁকড়াইয়া যাওয়া।

আক্ষেপ (Spasm)—খিল ধরা, হাত পা খেঁচা, শরীরের অংশ বিশেষ পর্য্যায়ক্রমে আকুঞ্চিত ও স্বভাবস্থ হওয়া।

আকর্ণন (Auscultation)—কেবল কর্ণের দ্বারা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে বক্ষাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের শব্দ ও রোগ নির্ণয় করা।

আধার (Vessel)—পাত্র, যাহাতে কোন জিনিষ রাখা যায় বা থাকে।

আভ্যন্তরিক (Internal)—ভিতরের, যাহা শরীরের ভিতরে কোন কারণে উপস্থিত হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (Internal use)—সেবন, খাওয়া।

আয়তন (Bulk, extent)—বিস্তার, পরিসর।

উত্তাপ (Heat)—তাপ। মানব দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ গড়ে প্রায় ৯৮.৬ ডিগ্রী। বয়স, দিবসের সময়, ব্যায়াম, জলবায়ু, ঋতু, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি কারণ ভেদে এই উত্তাপের তারতম্য হয়। প্রবল জ্বরে ১১০ হইতে ১১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে জীবন সংশয় উপস্থিত হয় তাপমান যন্ত্র (Thermometer) দ্বারা উত্তাপ অবধারিত হয়।

উৎকাশ (Expectoration)—কাশিয়া কোন জিনিষ গলদেশ দিয়া বাহির করা।

উদরাময় (Diarrhœa)—পেটের অসুখ,বারম্বার পাত্‌লা পাত্‌লা ভেদ হওয়া।

উদর (Abdomen)—বক্ষঃ ও বস্তিদেশের মধ্যে উদর অবস্থিত। ইহার আকৃতি চতুষ্কোণ। উদরের পশ্চাৎভাগের উর্দ্ধ অংশকে কটি (কোমর) ও নিম্ন অংশকে ত্রিকাস্থি কহে। পঞ্জরের নিম্নে উদরের সম্মুখ ভাগে দুই পার্শ্বের দুই উর্দ্ধ অংশকে উপপর্শুকাপ্রদেশ কহে। উদরের নিম্নভাগে সম্মুখে জননেন্দ্রিয় ও

তাহার পশ্চাদ্ভাগে গুহ্যদেশ অবস্থিত। গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বিটপদেশ (Perineum) কহে।

উদরগহ্বর (Pit of the stomach) চিত্র দেখ।

উদরাধ্মান (Flatulence)—উদরে বায়ুসঞ্চার, পেট-ফাঁপা।

উদ্গার (Vomiting)—উকি উঠা, বমি হওয়া।

উন্মাদ (Lunacy)—ক্ষিপ্ত হওয়া, পাগল হওয়া।

উপজিহ্বা (Epiglottis)—আল্‌জিব, ইহা ঠিক শ্বাসনলীর মুখে অবস্থিত।

উপতারা (Iris)—উপতারা চক্ষুর তারা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইহা চক্রাকৃতি ও দেখিতে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ।

উপদংশ (Syphilis)—গরমি। ৫৭ পৃষ্ঠায় উপদংশ চিকিৎসা দেখ।

উপপর্শুকা (Hypochondrium)—উদর দেখ।

উপবেশনকর্ম্মনিরত (Sedentary)—যে অষ্টপ্রহর বসিয়া কাজ করে।

উপাদান (Elements)—যে সমস্ত মূল জিনিষ লইয়া একটী পদার্থ হয়।

উপশিরা (Artery)—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা। উপশিরা কর্ত্তৃক রক্ত সমস্ত শরীরে চালিত হয়।

উপাস্থি (Cartilage)—কোমল অস্থি বা হাড়।

ঋতু (Menses)—স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব।

একাগ্রচিত্ত বিপ্লব (Monomania)—কোন একটী বিশেষ বিষয়ে বিকৃতি বা ক্ষিপ্ততা।

ঐকাহিক (Quotidian)—যে জ্বর প্রতিদিন একবার করিয়া হয়।

কক্ষ (Axilla)—বগল।

কজ্জলগ্লাস (Collyrium Glass)—যে গ্লাসে করিয়া চক্ষুতে কজ্জল বা অন্য কোন প্রকার জিনিষ লাগান হয়।

কটু কষায় গুণবিশিষ্ট (Acrid)—যাহা ব্যবহার করিলে শরীরের অংশ বিশেষ পুড়িয়া যায় বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠনলী (Larynx)—এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ করা যায়। জিহ্বা ও শ্বাসনলীর মধ্যে শ্বাসনলীর উপরে কণ্ঠনলী অবস্থিত।

কফোণি (Elbow)—হাতের কণুই।

কন্দলিকা (Mushroom)—বেঙের ছাতা।

কশেরু (Vertebra)—মেরুদণ্ডের অস্থি খণ্ড। এইরূপ ২৬ খানি অস্থিখণ্ড মেরুদণ্ডে দৃষ্ট হয়। চিত্রে যে দুইটী চিহ্ন শ্রৈণিকস্নায়ু প্রকাশ করিতেছে ঠিক তাহার মধ্যস্থলে সপ্তম কশেরু অবস্থিত।

কটিস্নায়ু (Sciatic nerve)—চিত্র দেখ।

কুব্জ (Bent)—কুঁজা, বাঁকা।

কেন্দ্রস্থান (Centre)—মধ্যস্থান। যে স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বা অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

কোকিলচঞ্চু অস্থি (Coccyx)—মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্ত। চিত্র দেখ।

কৌষিক ঝিল্লী (Cellular Tissue)—জালের ন্যায় ছিদ্র-বিশিষ্ট শরীরাভ্যন্তরস্থ আবরণ বিশেষ।

স্কন্ধাস্থি (Scapula)—কাঁধের হাড়, দাপ্না।

গলকোষ (Pharynx)—গলকোষের আকৃতি কাঁপার ন্যায়, ঠিক জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহা দ্বারা খাদ্য দ্রব্য মুখ হইতে নীত হইয়া অন্ন-নালীর ভিতর চালিত হয়।

গণ্ডস্থল (Cheek)—গাল, মুখের বাহিরের দুই পার্শ্ব।

গলনলী (Trachea)—শ্বাসনলী।

গুটিকা (Tubercle)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ও পীতাভ ধূসর-বর্ণ পদার্থ। সচরাচর ক্ষত রোগে এই পদার্থ সঞ্চিত হয়।

গুল্‌ফসন্ধি (Ankle)—পায়ের গাঁট।

গুহ্য (Anus)—মলদ্বার।

গ্রীবাপৃষ্ঠ (Occiput)—চিত্র দেখ।

গ্রন্থি (Gland)—মাংসপিণ্ড। ইহা স্পর্শ করিলে রজ্জু বা কচ্-

ড়ার ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই সকল মাংসপিণ্ড হইতে রস নির্গত হয়। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই গ্রন্থি দেখা যায়।

চক্ষুগহ্বরের ঊর্দ্ধ (Super-Orbital) }
চক্ষুগহ্বরের নিম্ন (Sub-Orbital) } —চিত্র দেখ।

চাতুর্থক (Quartan)—যে জ্বর প্রতিবার চতুর্থ দিবসে আবির্ভূত হয়।

জরায়ু (Uterus)—গর্ভাশয়। প্রসব হইবার পূর্ব্বে সন্তান যেখানে থাকে।

জরায়ু কুসুম (Placenta)—ফুল। গর্ভাবস্থায় এই ফুল জন্মে। ইহার দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর দেহে মাতৃদেহের কার্য্য সঞ্চারিত হয়।

জলজান (Vessel)—যাহার দ্বারা জলের উপর দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যায়। যথা, জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা ইত্যাদি।

জংঘাস্নায়ু (Crural)—চিত্র দেখ।

জীবনীশক্তি (Vitality)—যে শক্তির প্রভাবে আমাদের জীবন ধারণ হয়। জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে শরীর নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

জৃম্ভন (Yawning)—হাইতোলা।

ঝিল্লী (Membrane, Tissue)—জালের ন্যায় একপ্রকার শরীরের আভ্যন্তরিক আবরণ। কৌষিক ঝিল্লী

(Cellular tissue)—যে ঝিল্লীর ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দৃষ্ট হয়। তন্তুময় ঝিল্লী (Fibrous tissue)—যে ঝিল্লীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়। বসা-ঝিল্লী (Adipose tissue)—যে ঝিল্লীর উপর বসা বা চর্ব্বি সঞ্চিত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane)—যে ঝিল্লীর উপর শ্লেষ্মার ন্যায় এক প্রকার আটালু পদার্থ দৃষ্ট হয়। পৈষিক ঝিল্লী (Muscular tissue)—যে ঝিল্লীতে মাংস-পিণ্ড দৃষ্ট হয়।

তালু (Palate)—মুখের ভিতর পশ্চাদ্ভাগ।

ত্বক্ (Skin)—চর্ম্ম।

তৌল (Balance)—যাহা দ্বারা ওজন করিয়া দ্রব্যবিশেষের ভার নির্ণয় করিতে পারা যায়।

তন্দ্রালুতা (Drowsiness)—নিদ্রালুতা, নিদ্রাবশে ঝিমান।

তামসীনিদ্রা (Comatose sleep)—মোহাবেশ, অজ্ঞানাবস্থায় থাকা, দেখিলে বোধ হয় যেন রোগী নিদ্রিত রহিয়াছে।

তড়িৎ (Electricity)—বিদ্যুৎ।

তন্তুময় (Fibrous)—যাহাতে তন্তু অর্থৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়।

তৃঃ ডাঃ (Third Dilution)—তৃতীয় ডাইলিউসন।

তারতম্য (Fluctuation)—কম বেশী।

ত্রিকাস্থি (Sacrum)—মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তস্থিত অস্থি। চিত্র দেখ।

দর্শনস্নায়ু (Optic nerve)—যে স্নায়ুর সাহায্যে দর্শনক্রিয়া হয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই।

দাহ (Burning)—শরীরের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাওয়া ; গা জ্বালা করা।

দ্ব্যহিক (Tertian)—যে জ্বর তৃতীয় দিবসে আবির্ভূত হয়।

ধাতু (Temperament) শরীরের অবস্থা বা স্বভাব। ধাতু তিন প্রকার :—ঠাণ্ডা, কড়া ও মাঝারি। যে রোগী ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরম বেশী সহ্য করিতে পারে তাহার ধাতু ঠাণ্ডা। যে রোগী গরম অপেক্ষা ঠাণ্ডা বেশী সহ্য করিতে পারে তাহার ধাতু কড়া। যে রোগী গরম ও ঠাণ্ডা সমভাবে সহ্য করিতে পারে তাহার ধাতু মাঝারি।

ধাতু (Semen)—শুক্র, বীর্য্য।

ধাতুগত (Constitutional)—যাহা লোকবিশেষের স্বাভাবিক বা প্রকৃতি গত, যাহাতে সমস্ত শরীরে কোন রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

ধাতু দৌর্ব্বল্য (Seminal weakness)—ধাতুক্ষরণ জনিত দুর্ব্বলতা।

ধূসর (Grey)—পাঁশুটে, যাহা দেখিতে অল্প সাদা।

নগ্ন (Naked)—ন্যাংটো, আদুড়।

নাড়ীস্পন্দন (Pulsation)—হাত দেখিলে নাড়ী কিরূপ চলিতেছে সহজে বুঝা যায়। অবস্থানুসারে নাড়ীস্পন্দন কখন দ্রুত, কখন মন্দ বা মৃদু, কখন সতেজ এবং কখন বা নিস্তেজ হয়। স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীস্পন্দন অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রুত। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকবার নাড়ীস্পন্দন হয়।

বয়স	প্রতি মিনিটে যতবার নাড়ীস্পন্দন হয়।
ভ্রূণ বা গর্ভস্থ শিশু ...	১৩০—১৫০
শিশু (ভূমিষ্ঠ হইবার পর)...	১২০
এক মাসের শিশু ...	১২০
এক বৎসরের	১২০—১৩০
দুই "	৯০—১১৫
তিন "	৮০—১০০
সাত "	৭২—৯০
বার "	৭০

যৌবনাবস্থায় ... ... ৮০—৮৫

প্রৌঢ়াবস্থায় ... ... ৭০—৭৫

বৃদ্ধাবস্থায় ... ... ৬০—৬৫

খাদ্য, পানীয়, শ্রম, দিবসের সময়, ঋতু, স্থানের উচ্চতা, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিতি ইত্যাদি কারণ ভেদে নাড়ীস্পন্দন কখন দ্রুত ও কখন মৃদু হয়।

নিরপেক্ষ (Neutral)—যাহাতে দেহের শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না অর্থাৎ যাহা ব্যবহার করিলে দেহের শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া রোগবিশেষে উপকার হয়।

নিম্ন ভূমি (Low lands)—যে স্থান চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নিম্ন। জলাভূমি।

নিয়মিত করা (Regulate)—কার্য্যে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ উপযুক্ত নিয়মে কার্য্য চালিত করা।

পক্ষাঘাত (Paralysis)—সমস্ত দেহ অথবা দেহের স্থানবিশেষ পড়িয়া যাওয়া বা অসাড় হওয়া।

পচবিশিষ্ট (Gangrenous)—যাহা পচিতেছে বা যাহাতে পচা ধরিয়াছে।

পঞ্জর (Ribs)—পাঁজরা। বুকাস্থি হইতে কতিপয় অস্থি মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল অস্থিকে পঞ্জর বলে। পেটের দুই

পার্শ্বে নিম্নভাগে যে ৫টী করিয়া অস্থি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিকে উপ-পঞ্জর বা উপপর্শুকা কহে।

পট্টকৃমি (Tape worm)—যে কৃমি দেখিতে ফিতার ন্যায়।

পরিশোধন (Purification)—যে প্রক্রিয়া দ্বারা সমস্ত দোষ খণ্ডন হইয়া যাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয়।

পরিশোষণ (Absorption)—রস বা রক্ত টানিয়া লওয়া।

পরিসর (Bulk)—বিস্তার, আয়তন।

পরিস্রুত (Distilled)—যাহা চোয়ান হইয়াছে অর্থাৎ যাহাতে অন্য কোন দূষিত পদার্থ নাই।

পর্য্যায়ক্রমে (Alternately)—একটীর পর একটী পাল্‌টা পালটী করিয়া।

পরিপাক (Digestion)—খাদ্যদ্রব্য পাকযন্ত্রে জীর্ণ বা হজম হইয়া জীবনধারণোপযোগী রস ও রক্তে পরিণত হওয়া।

পাকাশয় (Stomach)—উদরের মধ্যস্থলে যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাকাশয় বা পাকস্থলী অবস্থিত। অন্ননালী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য এই স্থানে পরিপাক হয়। ইহার নিম্নমুখ অন্ত্র বা নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পাণ্ডুবর্ণ (Pallor)—পাঙ্গাসবর্ণ।

পিত্ত (Bile)—যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণ হইয়া অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। যকৃতের যে কোষে পিত্ত থাকে তাহাকে পিত্তাশয় কহে। যে প্রণালী দ্বারা পিত্ত অন্যত্র নীত হয় তাহাকে পিত্তনালী কহে। পিত্তাশয়ে শিলা বা পাতরি জন্মিলে উহাকে পিত্ত-শিলা কহে। পিত্তপ্রধানধাতু—শারীরিক লক্ষণ—কৃষ্ণ কেশ, হরিদ্রাবর্ণ গাত্র, দৃঢ় ও দ্রুত নাড়ী স্পন্দন, দৃঢ়নিবদ্ধ মাংস-পেশী, ইত্যাদি। মানসিক লক্ষণ—অতিরিক্ত বুদ্ধিপ্রখরতা, সহজে উত্তে-জিত ও বিচলিত হওয়া, অধ্যবসায়, সাহস, অসমসাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, প্রতারণা।

পূয় (Pus) পুঁজ।

পয়োরস (Chyle)—পরিপাক ক্রিয়ার সময় দুগ্ধের ন্যায় এক-প্রকার রস বহির্গত হয়। ইহাকে পয়ো-রস কহে।

পালিলিক (Pancreas)—পাললিক পাকাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অব-স্থিত। ইহা হইতে একপ্রকার রস

নির্গত হইয়া সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থকে পয়োরসে পরিণত করে।

পেশী (Muscle)—মাংস। পৈশিক—মাংস সম্বন্ধীয়।

প্রতিক্রিয়া (Reaction)—বিপরীত ক্রিয়া বা কার্য্য।

প্রতিঘাত (Percussion)—দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য অঙ্গুলি বা যন্ত্রবিশেষ দ্বারা উপরিভাগে আঘাত করা।

প্রলাপ (Delirium)—আবল তাবল বকা।

প্রঃ ডাঃ (First dilution)—প্রথম ডাইলিউসন।

প্রিয়ঙ্গু জ্বর (Miliary fever)—যে জ্বরে গাত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি বাহির হয়।

প্লীহা (Spleen)—উদরের বামভাগে উপপঞ্জরের নিম্নে প্লীহা বা পিলে অবস্থিত।

ফুস্ফুস্ (Lung)—ফুস্ফুসের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফুস্-ফুস্ দুইটী। একটী বক্ষের দক্ষিণভাগে এবং অপরটী বাম ভাগে অবস্থিত।

ফেনিল (Frothy)—যাহাতে ফেনা বা গাঁজলা আছে।

বক্ষাবরণ (Pleura)—যে ঝিল্লী বক্ষের অন্তর্ভাগ বেষ্টন করিয়া আছে।

বঙ্ক্ষ (Groin)—কুঁচ্কি।

বর্ত্তুল (Ball)—বাঁটুলের ন্যায় গোলাকার পদার্থ।

বধিরতা (Deafness)—কালা হওয়া, শুনিতে না পাওয়া।

বস্তি (Pubes)—জননেন্দ্রিয়ের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

বাহ্য, বাহ্যিক (External)—যাহা শরীরের বহির্ভাগে বা উপরে দেখা যায়। বাহ্যিকপ্রয়োগ—ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য শরীরের উপর লাগাইলে বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়।

বাহুস্নায়ু (Bracial nerve)—বাহুস্থিতস্নায়ু। চিত্র দেখ।

বিচ্যুতি (Displacement)—স্থানভ্রষ্ট হওয়া।

বিধ্বস্ত (Destroyed)—বিনষ্ট।

বিবমিষা (Nausea)—গা বমি বমি করা।

বিমিশ্র (Compound)—যাহা নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়।

বৃহদ্ধমনী (Aorta)—যে ধমনী হৃদয়ের বাম কোষ হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

ভ্রূণ (Fœtus)—গর্ভস্থ শিশু।

ভ্রূণাঙ্কুর (Embryo)—প্রথমে যে অবস্থায় শিশু গর্ভে থাকে।

ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia medica)—যে বিদ্যাদ্বারা ঔষধের গুণাবলী জানিতে পারা যায়।

ভ্রংশ (Fall)—পতিত হওয়া, স্থানচ্যুত হওয়া।

মধ্যান্ত্র ত্বচ্ (Mesentery)—অন্ত্রাবরণের যে অংশে দ্বাদশাঙ্গুলি অন্ত্র ও জড়িতান্ত্র আবদ্ধ থাকে।

মন্দ (Slow)—মৃদু, ধীর।

মাংসাঙ্কুর (Granulation)—ক্ষত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ন্যায় যে নূতন মাংস জন্মায়।

মণিবন্ধ (Wrist)—হাতের কব্‌জা।

মাস্তকরস (Synovia)—যে রসে সন্ধির (গাঁইটের) কার্য্যের সহায়তা করে।

মিশ্রধাতু (Mixed temperament)—যে ধাতুতে রস ও রক্তের প্রভাব সমান।

মুষ্ক (Testicle)—কোষ।

মুখবিবর (Mouth)—গালের ভিতর।

মূত্র (Urine)—প্রস্রাব। মূত্রপিণ্ডের সাহায্যে উপশিরাস্থিত রক্ত হইতে মূত্রক্ষরণ হয়। মূত্র মূত্রবহানালী দিয়া মূত্রাশয়ে নীত হয়। সুস্থাবস্থায় মূত্রের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। প্রাতে মূত্র অপেক্ষাকৃত ঘন থাকে।

বিসর্প (Erysipelas)—নারাঙ্গা।

বিশ্লেষণ (Analysis)—যে যে মূল পদার্থের সংযোগে একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়, উক্ত মিশ্র পদার্থকে সেই সেই মূল পদার্থ বিভক্ত করাকে বিশ্লেষণ কহে।

বিয়োজক (Negative)—যাহা দ্বারা শক্তি কমিয়া আইসে তাহাকে বিয়োজক কহে।

বিরেচক (Purgative)—যাহা দ্বারা মল বহিষ্কৃত করা যায়।

বৃঃ হাঃ (Great Hypoglossi)—কণ্ঠের দুই পার্শ্ব। চিত্র দেখ।

বিবৃদ্ধি (Enlargement)—কোন দেহযন্ত্র পীড়িত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহাকে বিবৃদ্ধি বলা যায়।

বুকাস্থি (Breast-bone)—যে অস্থি গলদেশ হইতে উদরের উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বক্ষোদেশের মধ্য দিয়া লম্বভাবে আসিয়াছে।

বিটপদেশ (Perineum)—মলদ্বার ও মূত্রদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান। চিত্র দেখ।

বায়ুনলী (Trachea)—শ্বাসনলী।

মূত্রপিণ্ড (Kidney)—কটিদেশের দুই পার্শ্বে দুইটী মূত্রপিণ্ড অবস্থিত। মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রক্ষরণ হয়।

মূত্রনালী (Urethra)—মূত্রাশয় হইতে যে নালী দিয়া মূত্র বাহির হয়।

মূত্রবহানালী (Ureter)—মূত্রবহানালী দুইটী। এই নালীর এক প্রান্তে মূত্রপিণ্ড ও অপর প্রান্তে মূত্রাশয় অবস্থিত। মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্র নির্গত হইয়া এই নালী দিয়া আসিয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়।

মূত্রাশয় (Urinary bladder)—যেখানে মূত্র সঞ্চিত হয়।

মেদ (Fat)—চর্ব্বি।

মেরুদণ্ড (Spine)—শিরদাঁড়া।

মোহ (Coma)—অজ্ঞানাবস্থা।

যোজকত্বক্ (Conjunctiva)—যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অক্ষিপুটের অন্তর্ভাগ ও চক্ষুর সম্মুখভাগ ব্যাপিয়া আছে।

যোজকত্বগ্‌শোথ (Conjunctivitis)—যোজকত্বকের প্রদাহ।

যকৃৎ (Liver)—উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপপঞ্জরের নিম্নে যকৃৎ অবস্থিত।

রক্তাম্বু (Serum)—রক্তের জলীয় অংশ, যে রস শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে নির্গত হয়।

রক্তপ্রধানধাতু (Sanguine temperament)—যে ধাতুতে রক্ত প্রধান বা প্রবল। যে ধাতুতে ঠাণ্ডা যত সহ্য হয় গরম তত সহ্য হয় না।

রক্তসঞ্চয় (Congestion)—দেহের কোন স্থানে রক্ত সঞ্চিত হওয়া।

রক্তাশয় (Blood Vessels)—যাহাতে রক্ত থাকে। যথা; শিরা, উপশিরা ইত্যাদি।

রক্তসঞ্চলন (Circulation of the blood)—রক্ত সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হওয়া। হৃদয় হইতে রক্ত উপশিরার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরে চালিত হয় এবং শিরা দিয়া পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ফুসফুসের মধ্য দিয়া রক্ত

সঙ্কলন হইবার সময় বায়ুর সংস্পর্শে সমস্ত রক্তদোষ কাটিয়া যায়।

রজঃস্রাব (Menstrual flux)—স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন রক্তস্রাব।

রসগ্রন্থি (Lymphatic glands)—যে সমস্ত গ্রন্থি দিয়া রস নিঃসৃত হয়।

লঘুপাক (Light)—যাহা সহজে পরিপাক করা যায়।

ললাট (Forehead)—কপাল।

লালা (Saliva)—থুতু। লালাগ্রন্থি (Salivary glands)—যে সমস্ত গ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত হয়।

শারীর-তত্ত্ববিদ্যা—(Physiology)—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সমস্ত দেহযন্ত্রের কার্য্য অবগত হওয়া যায়।

শল্য (Slinters)—শলা, চোঁচ।

শল্ক (Scale)—আঁইস।

শঙ্খ (Temple)—রগ।

শলাকা (Probe)—যে যন্ত্রের দ্বারা ক্ষত স্থলের গভীরতা ও পরিসর নির্ণীত হয়। নম্য-শলাকা (Bougie)—মূত্রনালী, মলনাড়ী, যোনি ও অন্ননালীর মধ্যে এই শলাকা ব্যবহার হয়। সছিদ্র শলাকা (Catheter)—এই শলাকা মূত্রনালীর ভিতর প্রবিষ্ট করিলে সহজে প্রস্রাব হয়।

শিরোঘূর্ণন (Vertigo)—মাথা ঘুরা ।

শিরঃশূল (Headache)—মাথাব্যথা।

শিশ্নতল (Groin)—কুঁচকি।

শূল (Pain)—তীব্র বেদনা।

শোথ (Dropsy)—ফুলা, উদরী।

শ্বাসকৃচ্ছ্র (Dyspnœa)—শ্বাস লইতে ফেলিতে কষ্ট।

শ্বাসযন্ত্র (Respiratory organs)—যে সকল যন্ত্র দ্বারা শ্বাস-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বায়ুনলী, শাখাবায়ুনলী, ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদি শ্বাস যন্ত্র।

শ্লেষ্মা (Phlegm)—কফ্‌, ঠাণ্ডা,সর্দ্দি। শ্লেষ্মার অবস্থা দেখিয়া, অনেক স্থলে রোগ নির্ণয় করিতে পারা যায়। নূতন ব্রনকাইটিসের প্রথমাবস্থায় কোন রূপ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; দ্বিতীয়াবস্থায় প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হইলে স্বচ্ছ, চটচটে ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা অতি কষ্টে বহির্গত হয়। কখন কখন এই শ্লেষ্মার সহিত রক্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ব্রন্‌কাইটিসের শেষাবস্থায় শ্লেষ্মা গাঢ় ও পীত বা সবুজ বর্ণ হয় এবং সহজেই উঠে। পুরাতন ব্রন্‌কাইটিস্‌ রোগে শ্লেষ্মার অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। নূতন নিউমোনিয়া রোগে শ্লেষ্মা

চটচটে ও ঝুলের ন্যায় কৃষ্ট বর্ণ হয়। এই রোগে অত্যন্ত প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হইলে শ্লেষ্মা সান্দ্র অর্থাৎ হড় হড়ে হয়। গুটিল ক্ষয়কাশরোগে শ্লেষ্মাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত অথবা পীতবর্ণ মাংসগুটিকা দৃষ্ট হয়। ক্ষয়কাশ রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসে ক্ষত উপস্থিত হইলে অল্প সবুজ অথবা পাট-কিলে রঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই শ্লেষ্মা পাত্রে রাখিলে উহার নিম্নে টাকার আকারে সঞ্চিত হইতে থাকে।

সন্ধি (Joint)—গাঁইট।

সরলান্ত্র (Rectum)—গুহ্যদেশের নিকটবর্ত্তী অন্ত্র। অন্ত্র দেখ।

সংস্পৃষ্ট (Related)—যাহার সহিত সংস্পর্শ বা সংস্রব আছে।

সংকোচক (Astringent)—যাহাতে দেহের স্থানবিশেষ আবদ্ধ বা সংকুচিত করিয়া রাখে।

সংযোজক (Positive)—যাহাতে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাকে সংযোজক কহে।

সাময়িক (Periodical)—যাহা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়।

সুরাসার (Spirits of wine)—সুরার অর্থাৎ মদের সারভাগ, স্পিরিট।

সূত্রকৃমি (Thread worm)—যে সকল কৃমি দেখিতে সূতার ন্যায়।

সূক্ষ্ম (Fine)—ক্ষুদ্র, সরু।

সবনীসন্ধি (Sagittal suture)—মাথার যোড়।

স্নায়ুমণ্ডল (Nervous system)—শরীরস্থ সমস্ত স্নায়ু। স্নায়ু (Nerve)—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ আমাদের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে। এই সকল সূত্রদ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও ইচ্ছা সঞ্চার হয়।

স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre)—যে সকল স্থানে কতিপয় স্নায়ু একত্রে মিলিত হইয়াছে।

দৈহিক স্নায়ু (Sympathetic)—চিত্র দেখ।

স্নায়ুবর্ত্তুল (Solar plexus)—কড়া, চিত্র দেখ।

স্নায়ুপ্রধান ধাতু (Nervous temperament)—যে ধাতুতে স্নায়ুর কার্য্য অর্থাৎ বায়ু প্রবল, বেয়ে ধাতু।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism)—রাত্রিকালে স্বপ্নের ভরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও কার্য্য করা। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগীর স্বপ্নের কথা কিছুই মনে থাকে না।

স্থিতিস্থাপক (Elastic)—যাহা নত করিলে নত হইয়া যায়

কিন্তু ছাড়িয়া দিলেই পুনরায় পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপক কহে।

স্পর্শ-সংক্রামক (Contagious)—যে রোগ স্পর্শ করিলে সুস্থ ব্যক্তির পীড়া হয়।

স্বতঃপ্রবৃত্ত (Involuntary)—যাহা আপনা আপনি হয়।

স্থানিক (Local)—যাহা স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকে।

স্ফোটক (Boils)—ফোড়া।

হনুস্তম্ভ (Look-jaw)—দাঁতকপাটি লাগা, চোয়াল ধরিয়া যাওয়া।

হাইপোগ্লসিস্ (Hypoglossis)—চিত্র দেখ।

হাইপোডার্মিক পিচকারী (Hypodermic syringe)—যে পিচকারী দ্বারা চর্ম্মের নিম্নে জালবৎ ঝিল্লীতে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

হৃৎস্পন্দন (Palpitation)—বুক ধড় ফড় করা।

হৃদয় (Heart)—বক্ষের বামভাগে বাম স্তনের দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদয় অবস্থিত। যে ঝিল্লীতে হৃদয় বেষ্টন করিয়া আছে তাহার নাম হৃদাবরণ (Pericardium)। যে ঝিল্লীতে হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগ বেষ্টন করিয়া আছে তাহার নাম হৃদন্তরবেষ্টন (Endocardium)।